NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

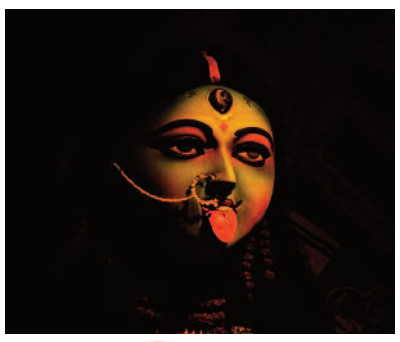

৪ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বদেশীদের সমোচ্চারিত ধ্বনি ছিল ‘জয় মা কালী’

কাঁকসার রেলপাড়ে ৩ জনের দেহ উদ্ধার ঘিরে ক্রমশ ঘনীভূত রহস্য ৬

কলকাতা ১২ নভেম্বর ২০২৩ ২৫ কার্তিক ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৫০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 12.11.2023, Vol.17, Issue No. 149, 8 Pages, Price 3.00

শক্তির আরাধনায় আলোর উৎসব...

কালীপুজো উপলক্ষে সেজে উঠেছে দেশের সমস্ত শক্তিপীঠ। আলোয় সেজেছে মা ভবতারিণীর ক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর মন্দিরও। মন্দিরের ছবি তুলেছেন অদিতি সাহা। ভবতারিণীর ছবি ফাইল থেকে।

অযোধ্যায় সরযূ তীরে দীপোৎসব উপলক্ষে জ্বলবে ২৪ লক্ষ প্রদীপ

দীপাবলি উৎসবের সূচনা যোগীর

অযোধ্যা, ১১ নভেম্বর: অযোধ্যায় সরযূ নদীর তীরে দীপাবলি উৎসবের সূচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কার্যত রামের অবতার বলে ঘোষণা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর মতে মোদিরাজ্যই রামরাজ্য, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাড়ে নয় বছর আগে, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর। আরও জানান, রামমন্দির হল রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্মারক।

লোকসভা ভোটের আগেভাগে ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধন। উদ্বোধক খোদ প্রধানমন্ত্রী মোদি। চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ। তার মধ্যেই দীপাবলি উৎসবে সেজে উঠেছে রামলালার মন্দির-সহ গোটা অযোধ্যা। রাজকীয় দীপোৎসবের আয়োজন করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। সরযূ তীরে সাজানো হয়েছে ২৪ লক্ষ মাটির প্রদীপে। এর আগে পৃথিবীর আর কোথাও একসঙ্গে এক স্থানে এত প্রদীপ জ্বলেনি। উৎসবের সূচনাতেই মোদিরাজ্যকে রামরাজ্য বলে ঘোষণা করলেন যোগী। তিনি বলেন, ‘ভগবান রামের মন্দির আসলে শক্তিশালী রামরাজ্যের স্মারক। যা আজ থেকে সাড়ে ৯ বছর আগে

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।’ পাশাপাশি অযোধ্যার দীপোৎসব নিয়ে আত্মবিশ্বাসী যোগী বলেন, ‘সাত বছর আগে যখন অযোধ্যায় দীপোৎসবের সূচনা হয়েছিল, তখন অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। আজ ভারত তথা গোটা বিশ্বের অন্যতম বড় কার্নিভাল সরযূ তীরের আলোর উৎসব।’ প্রসঙ্গত, রাম মন্দির উদ্বোধনের আবহে গোটা বিশ্বের নজর কাড়তে বিশেষ দীপোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে অযোধ্যা নগরীতে। মাটির প্রদীপের পাশাপাশি চোখ টানছে ‘লেজার লাইট’ এবং ছোট-বড় রঙিন বাল্ব। সঙ্গে ছিল আতসবাজির রোশনাই।

সরযূ নদীর তীরের এই শহর এ বছর দীপাবলিতে গড়তে চলেছে নতুন রেকর্ড। অযোধ্যার ৫১টি ঘাটে ২৪ লক্ষ প্রদীপ জ্বালানো হবে দীপাবলির সন্ধ্যায়। এবং একই সঙ্গে জ্বালানো হবে সেই প্রদীপ। এ নিয়েই তৈরি হবে এক সঙ্গে সবথেকে বেশি প্রদীপ জ্বালানোর রেকর্ড। দীপাবলির উৎসব শনিবার থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে অযোধ্যায়। উত্তর প্রদেশের পর্যটনমন্ত্রী জয়বীর সিং ট্যাবলো শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেছেন। সকেত ডিগ্রি কলেজ থেকে শুরু করে রাম কথা পার্কে এসে শেষ হয়েছে সেই শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার ১১টি ট্যাবলোতে রামায়ণের বিভিন্ন গল্প বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন বাজনা এবং নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে অযোধ্যায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নৃত্যশিল্পীরা এসেছেন সেখানে। আজমগড় থেকে এসেছে ধোবিয়া নাচ, হিমাচল প্রদেশ থেকে এসেছে কুল্লু নাতি, পঞ্জাব থেকে এসেছে গাটকা এবং ভাঙরা, গুজরাত থেকে এসেছে গরবা, নাগপুর থেকে এসেছে ঢোল-তাসা।

দীপাবলিতে সরযূ নদীর তীরে বিভিন্ন ঘাটে এই প্রদীপ জ্বালানোর আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার দুপুর ৩টে থেকেই শুরু হয়ে যাবে এই অনুষ্ঠান। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সেই দীপোৎসবের উদ্বোধন করবেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রিসভার প্রায় সব সদস্য উপস্থিত থাকবেন অযোধ্যায়। সরযূ নদীতে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ আরতি করবেন যোগী আদিত্যনাথ। এর পর সাড়ে ৭ টায় জ্বালানো হবে লক্ষাধিক প্রদীপ। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষ ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে প্রদীপ জ্বালানোর বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন। ২৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক প্রদীপ জ্বালানোর কাজে অংশ নেবেন। পুরো অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকবেন যোগী। এমনকী, দীপাবলির রাত অযোধ্যাতেই তিনি কাটাবেন বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে দীপাবলির আলোয় উদ্ভাসিত অযোধ্যা নিশ্চিতভাবে নজর কাড়বে গোটা দেশ-সহ বিশ্ববাসীর।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

সারা বছরই আবেদন করা যাবে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে

ফাইল চিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: এখন থেকে স্বাস্থ্যসাথীর মতো লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের জন্যও সারা বছর আবেদন গ্রহণ ও নাম নথিভুক্তির কাজ চলবে। ২৫ বছর বয়স হলেই রাজ্যের যে কোনও মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে আবেদন করতে পারবেন। রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা জানিয়েছেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে নাম তোলার জন্য এতদিন দুয়ারে সরকার কর্মসূচির জন্য মহিলাদের অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু এবার থেকেই সেই অপেক্ষা আর থাকছে না। সাধারণ মানুষকে আরও সুবিধা দিতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সারা বছরই লক্ষ্মীর ভান্ডারে আবেদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই মর্মে দপ্তরের তরফে ইতিমধ্যেই এক বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারা নিকটবর্তী বিডিও অফিসে গিয়ে লদীর ভান্ডার প্রকল্পের আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন এবং পূরণ করে সেখানেই জমা দিতে পারবেন। শহরাঞ্চলের বাসিন্দারা মহকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে এই কাজ করতে পারবেন। কলকাতার ক্ষেত্রে পুরসভার বিভিন্ন দপ্তরে এই পরিষেবা মিলবে।

লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের মাধ্যমে তপসিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির মহিলারা প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করে এবং বাকি মহিলারা মাসে ৫০০ টাকা করে পান। বর্তমানে রাজ্যের ১ কোটি ৯৮ লক্ষের বেশি মহিলা এই প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। সাম্প্রতিক দুয়ারে সরকার শিবিরে জমা পরা আবেদনের ভিত্তিতে আরও ৯ লক্ষের বেশি মহিলা এই প্রকল্পের আওতায় আসতে চলেছেন। তাদের আর্থিক সহায়তা দিতে রাজ্য সরকারের প্রতি মাসে আনুমানিক দেড় হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ হবে।

নবান্ন সূত্রে খবর, দুয়ারে সরকার শিবিরে জমা পড়া সব আবেদনপত্র যাচাইয়ের পর উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে একসঙ্গে টাকা পাঠানো হয়। এবার থেকে ঠিক হয়েছে, যেমন আবেদনপত্র জমা পড়বে, সেই মতোই এগোবে কাজ। আবেদনপত্রে খামতি না থাকলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর আধার সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেবে রাজ্য। ভবিষ্যতে অনলাইনের মাধ্যমেও লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের আবেদন জমা করার সুযোগ দেওয়া যায় কি না তা এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কালীপূজো ও দীপাবলিতে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

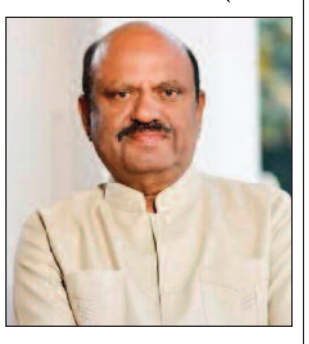

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শনিবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এই উৎসব দৈনন্দিন জীবনের চাপ এবং জাগতিক কালিমা থেকে মনকে শুদ্ধ করার এবং দেবতার কাছে প্রার্থনা করার এক আদর্শ মাধ্যম। এখন আত্মদর্শন ও আত্মশুদ্ধির সময়। রাজ্যপালএদিন দুটি কালীপুজোর ও উদ্বোধন করেন। ব্যারাকপুরের মণিরামপুরে ব্যারাকপুর ইয়াংমেনস অ্যাসোসিয়েশনের পুজোর তিনি সূচনা করেন। বিকেলে রাজভবনের অদূরে ৫ নম্বর গারস্টিন প্লেসের একটি পুজোরও রাজ্যপাল উদ্বোধন করেন।

বাংলায় আবারও নিম্নচাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজোর মুখে আবারও নিম্নচাপ কাঁটা। নতুন করে গভীর নিম্নচাপ হওয়া মানেই ফের ঠান্ডার দুয়ারে বাধা পড়বে। আবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা বাংলায়। আবহাওয়া অফিস বলছে, কালীপুজো, দিওয়ালির আকাশ পরিষ্কার থাকবে। তবে ভাইফোঁটা থেকেই মেঘ ঢুকবে বাংলার আকাশে। যার জেরে রাতের তাপমাত্রাও বাড়বে কিছুটা। ভাইফোঁটার পরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। হাওয়া অফিস বলছে, এর নেপথ্যে বঙ্গোপসাগরের সম্ভাব্য নিম্নচাপ। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, মঙ্গলবার নতুন নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে বঙ্গোপসাগরে। ১৬ নভেম্বর শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। শেষমেশ নিম্নচাপ কোন দিকে যাবে, যদিও তা এখনও স্পষ্ট নয়।

পুলওয়ামায় লুকিয়ে জঙ্গি

শ্রীনগর, ১১ নভেম্বর: ফের জম্মু ও কাশ্মীরে শুরু হল জঙ্গিদমন অভিযান। সে রাজ্যের পুলওয়ামা জেলায় শুরু হয়েছে জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশের পক্ষে এ কথা জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, পুলওয়ামা জেলার পারিগাম এলাকায় এই এনকাউন্টার চলছে শনিবার দুপুর থেকে। ওই এলাকায় জঙ্গিদের গতিবিধির খবর ছিল ভারতীয় সেনার কাছে। তার ভিত্তিতেই শুরু হয় অভিযান। সেনা ও পুলিশের যৌথ বাহিনী সেখানে পৌঁছতেই জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয়। কাশ্মীর পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা এলাকা কড়া নিরাপত্তা বলয়ে ঘিরে রেখেছে যৌথ বাহিনী। এবং জঙ্গিদের খোঁজে চালানো হচ্ছে তল্লাশি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পারিগাম এলাকা থেকে কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।

গ্র্যামির মঞ্চে মনোনীত হল প্রধানমন্ত্রীর প্রিয় গান

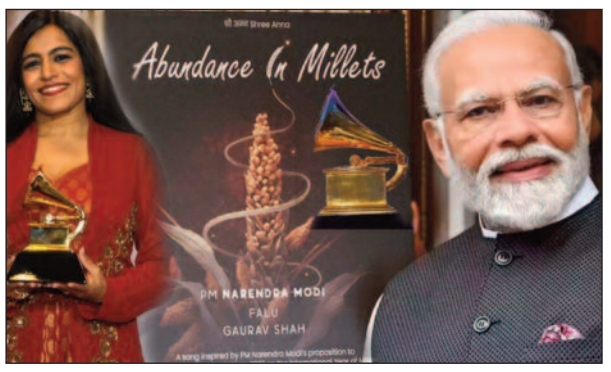

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর: এবার গ্র্যামির মঞ্চ মাতাতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি! শুনতে একটু অবাক লাগছে কি? অবাক হবেন না। সত্যিই গ্র্যামি পুরস্কারের জন্য মনোনিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। মিলেটের উপকারিতা নিয়ে প্রচারমূলক গানের জন্য মনোনিত হয়েছেন তিনি। ২০২৩ সালকে মিলেট-বর্ষ হিসাবে আগেই ঘোষণা করেছিল রাষ্ট্রসংঘ।

এই বিশ্ব ক্ষুধার বাজারে তাঁর জন্য একটি প্রচারমূলক গানের নেপথ্যের কারিগর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গানটি গেয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান গায়িকা ফালু ওরফে ফাল্গুনী, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন গায়ক গৌরব শাহ। গানটির নাম ‘অ্যাবানডান্স ইন মিলেট’। বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক পারফরম্যান্স বিভাগে মনোনীত হয়েছে এই গান।

গায়িকা ফালু ও গায়ক গৌরবের তৈরি এই গানে প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতার একটি বৃহত্তর অংশ রয়েছে। শুক্রবার রাতে গ্র্যামির অফিশিয়াল পেজে এই গানটির মনোনয়নের ঘোষণা করা হয়। গত জুন মাসে মুক্তি পায় গান।’ গত বছর ‘আ কালারফুল ওয়ার্ল্ড’-এর জন্য গ্র্যামি পুরস্কার জিতেছিলেন ফাল্গুনী। তার পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর। সেই সময়ই এই গানটি লেখার কথা মাথায় আসে ফাল্গুনীর।

বাকিবুরের কাছ থেকে ৯ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাকিবুর রহমানের কাছ থেকে ৯ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এমনটাই দাবি এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের। সঙ্গে ইডি-র তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, জেরায় ঋণ নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন জ্যোতিপ্রিয়। এই সব পদক্ষেপ থেকে স্পষ্ট যে, রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে তদন্তের ঝাঁঝ আরও বাড়াচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বাকিবুর, জ্যোতিপ্রিয়র আরও সম্পত্তির খোঁজ পেতে জোরকদমে চলছে তদন্ত। এদিকে রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে বাকিবুরকে গ্রেপ্তারের পর জ্যোতিপ্রিয় সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি বাকিবুরকে চেনেনই না। কিন্তু, এখন একেবারে ঋণের কথা সামনে আসায় তা নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে, ঋণ নেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা নিজের নামে নেননি মন্ত্রী। নিজেই ইডি-র কাছে এমনটাই জানিয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় স্বয়ং। এদিকে ইডি সূত্রে খবর, এই ঋণ নেওয়া হয়েছিল তাঁর কন্যা ও স্ত্রীর নামে। গোটা প্রক্রিয়া চলে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে। কিন্তু, কেন তিনি কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে লোন না নিয়ে

দাবি ইডির

এক চালকল মালিকের কাছ থেকে এই ঋণ নিতে গেলেন সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই এই প্রসঙ্গে ইডি-র তরফ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয়কে। আর এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন সামনে এসেছে যে টাকা তিনি লোন হিসাবে দেখাচ্ছেন তাহলে এটাই কী দুর্নীতির টাকা কি না সে ব্যাপারেও। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে যে, দুর্নীতির যে টাকা বাকিবুর প্রভাবশালীদের দিয়েছেন বলে শোনা গিয়েছে সেটাই এই টাকা কি না। এদিকে সামনে আসছে আরও নয়া সব তথ্য। ধান কেনার সহায়ক মূল্য নিয়েও হয়েছে নয়ছয়। নিজের পরিচিতদের ‘কৃষক’ সাজিয়ে সেই টাকা পাইয়ে দেওয়ার ঘটনায় সামনে এসেছে ইডি-র তদন্তে। এই অর্থ ঢুকত মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানের অ্যাকাউন্টে। আর তা জানিয়েছেন বাকিবুর নিজেই। এরপর এই তথ্যই শনিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করেন ইডির তদন্তকারীরা। এদিকে আগামী সোমবার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ইডি হেপাজতের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তার আগেই এই ৯ কোটির রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। যদিও এখন জ্যোতিপ্রিয় ইডি জেরায় আরও নতুন কোনও তথ্য দেন কি না সেটাই এখন দেখার।

দিল্লির দূষণ নিয়ে উদ্বেগ

মুম্বইতে শুধু দু’ঘণ্টা বাজি পোড়ানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

মুম্বই, ১১ নভেম্বর: দিল্লির দূষণের কথা মাথায় রেখে এবার মুম্বইকেও বাজি পোড়ানোর উপর বিশেষ নির্দেশ দিল বম্বে হাইকোর্ট। মুম্বইতে উৎসবের মরশুমে বাজি পোড়ানোর সময়সীমা আরও কমিয়ে দিল আদালত। আদালত জানিয়েছে, শুধু দু’ঘণ্টা মুম্বইতে বাজি পোড়াতে পারবেন মানুষ। তার বেশি নয়। দিল্লিতে গত কয়েক দিন ধরে মাত্রাতিরিক্ত দূষণ দেখা গিয়েছে। রাজধানীর বাতাসের গুণগত মান ‘অত্যন্ত খারাপ’ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ধোঁয়ায় ঢেকেছে চারপাশ। উৎসবের মরশুমে বাজি পোড়ানো হলে আরও বেশি দূষণের সম্ভাবনা রয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, মুম্বইতেও কয়েকটি জায়গায় দূষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাতাসের মান ক্রমে খারাপ হচ্ছে। তাই বাজি পোড়ানোর সময় আরও কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায় এবং বিচারপতি জিএস কুলকার্নির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, তিন ঘণ্টা নয়, দু’ঘণ্টা বাজি পোড়ানো যাবে। সময়সীমা রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত। এর আগে আদালত জানিয়েছিল, উৎসব চলাকালীন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা মুম্বইতে বাজি পোড়ানো যাবে। ৬ নভেম্বরের সেই নির্দেশে পরিবর্তন করা হয়েছে শুক্রবার। এ প্রসঙ্গে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘আমাদের যেন দিল্লির মতো দশা না হয়। আমরা মুম্বইকে মুম্বইয়ের মতো রাখব।’

সঙ্গীত আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতায় এক কাফেতে বসেছিল সঙ্গীত আড্ডা। আয়োজক 'সুরের তরী' গোষ্ঠী। অবশ্যই রবীন্দ্র সঙ্গীত নির্ধারিত সূচিতে না থাকলে আড্ডার শুরু এবং শেষ করা মুশকিল। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিশেষত বাঙালির মননে এমনই এক অমোঘ বিষয়। সঙ্গে আধুনিক, লোকগীতি এবং চলতি সময়ের যে গানের ধারা চলছে তারও একঝলক দেখা গেল। সঙ্গে ছিল আবৃত্তি। পিয়ালী বসু, প্রবাল গঙ্গোপাধ্যায় গাইলেন গান। কবিতা পাঠে ছিলেন ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, অমলকান্তি প্রমুখ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়ন্ত নারায়ণ চৌধুরী, কমল দে শিকদার প্রমুখ। কবি সুমিতাভ ঘোষাল অনুষ্ঠান পরিচালনায় সকলের মন জয় করে নেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, SHYAM KUMAR SHAW, S/O Ram Bali Shaw residing at 2, Shibtala Path, Authpur, P.S.- Jagatdal, Dist - North 24 Parganas, PIN- 743128 hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 20.09.2023 that my actual and correct name is SHYAM KUMAR SHAW and it is recorded in my Aadhar and PAN cards but inadvertently my name has been recorded as SHYAM GUPTA in my ESI card vide IP No. 4005278762. SHYAM KUMAR SHAW and SHYAM GUPTA is a same and one identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১২ ই নভেম্বর , রবিবার,২৫ শে কার্তিক, চতুর্দশী যুক্ত অমাবস্যা তিথি। জন্মে তুলারাশি। অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদদোষ।

মেষ রাশি : রবিবার অমাবস্যা। বুদ্ধি সহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা ,কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : আজ রবিবার, অমাবস্যা। যারা বেতন ভূক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার , রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : আজ অমাবস্যা। তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতন থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। পিস্টো কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শ্বশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : আজ রবিবার, অমাবস্যা বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : অমাবস্যা, হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রী র বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : আজ রবিবার, অমাবস্যা যোগ। বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ অমাবস্যা নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : আজ অমাবস্যা রবিবার নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন, আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো।

মকর রাশি : অমাবস্যা যোগ। লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ। ব্যাধব দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ রবিবার অমাবস্যা এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে ,আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলী দের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

(আজ ভুত চতুর্দশী তিথি, দুপুর ২ টা ৫ মিনিটের পর অমাবস্যা যোগ। মহাকালী পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

৫ জেলায় সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে

আরও ১ হাজার কোটির আবেদন বিশ্বব্যাংকের কাছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হুগলি-সহ দক্ষিণবঙ্গের ৫টি জেলায় সেচের উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য রাজ্য সরকার বিশ্বব্যাংকের কাছে আরও ১ হাজার কোটি টাকা চেয়ে আবেদন জানিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বিশ্বব্যাংকের দেওয়া ৩ হাজার কোটি টাকায় ওই জেলায় সেচ উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ চলছে। যা ২০২৫ সালে শেষ হবে বলে সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে টাকা চেয়ে বিশ্বব্যাংকের কাছে লিখিত আবেদন করা হয়েছে বলে ওই দপ্তর সূত্রে খবর।

তাদের দাবি, দ্বিতীয় পর্যায়ের এই টাকা পাওয়া গেলে রূপনারায়ণ এবং দ্বারকেশ্বর নদ সংস্কার করা হবে। যার ফলে হাওড়া ও হুগলি জেলার মানুষ প্লাবনের সমস্যা থেকে চিরতরে মুক্তি পাবেন। একই সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা এলাকার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতিও হবে। ওই সব জেলায় গ্রীষ্মকালীন চাষের জন্য জলসঙ্কটও অনেকটা মিটবে।

গত মাসের গোড়ায় নিম্নচাপের বৃষ্টি এবং ডিভিসি'র ছাড়া জলে প্লাবিত হয়েছিল হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর ব্লকের ৫টি, আমতা-২ ব্লকের ৫টি এবং হুগলির খানাকুলের ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। তবে কোথাও বাঁধ ভাঙেনি। বাঁধ উপচে জল ঢুকেছিল। রূপনারায়ণ ভরা থাকায় সেই জল সহজে নামেনি। ডিভিসি'র ছাড়া জলের একটি অংশ দামোদর হয়ে এসে আমতা-২ ব্লকের থলিয়ায় দামোদর থেকে কাটা খালের মাধ্যমে বাগনানের বাকসিতে রূপনারায়ণে পড়ে। ডিভিসি'র ছাড়া জলের আরও একটি অংশ মুণ্ডেশ্বরী হয়ে বাগনান-১ ব্লকেরই মানকুরে এসে রূপনারায়ণে পড়ে। এত জলের চাপ রূপনারায়ণ নিতে পারে না। ফলে আমতা-২ ব্লকের 'দ্বীপ এলাকা' বলে পরিচিত ঘোড়াবেড়িয়া-চিনান এবং ভাটোরা; এই দুই পঞ্চায়েত প্লাবিত হয়। কারণ, এই দুই পঞ্চায়েত এলাকা মুণ্ডেশ্বরী ও রূপনারায়ণে ঘেরা। সেখানে কোনও নদীবাঁধ নেই। জল বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে জমিতে ধস নামে। প্রচুর কৃষিজমি নষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, রূপনারায়ণের জলবেড়ে গেলে বাগনান ১ ও ২ ব্লকের কিছু এলাকাতেও বন্যার আশঙ্কা দেখা দেয়। এই সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে বিশ্বব্যাংকের টাকাতে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হলে। গত ১২ অক্টোবর রাজ্য সেচ দপ্তরের কর্তারা আমতায় আসেন। ডিভিসি ১ লক্ষ ৪০ হাজার কিউসেকজল ছাড়ার পরবর্তী পরিস্থিতি তাঁরা খতিয়ে দেখেন। সে সময়েই আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল তাঁদের কাছে ঘোড়াবেড়িয়া-চিনান এবং ভাটোরা পঞ্চায়েতের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে যে ৩ হাজার কোটি টাকার কাজ হচ্ছে, সেই প্রকল্পে হাওড়া-হুগলির কিছু এলাকা বাদ পড়েছে।

বাদ পড়া এলাকার মধ্যেই আছে ঘোড়াবেড়িয়া-চিনান ও ভাটোরা। সেই কারণে দ্বিতীয় পর্যায়ে রূপনারায়ণ ও দ্বারকেশ্বর সংস্কারের জন্য আরও ১ হাজার কোটি টাকা চেয়ে কেন্দ্রের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের কাছে প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে।

এমসিসিআই-এর লজিস্টিক কনক্লেভ-২০২৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)-এর তরফ থেকে শুক্রবার লজিস্টিক কনক্লেভ -২০২৩ এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'ইভলভিং কন্টুরস অব লজিস্টিকস'। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ দফতরের প্রধান সচিব ডঃ সৌমিত্র মোহন (আই এ এস) এই কনক্লেভের উদ্বোধন করেন। অন্যান্য বক্তারা হলেন, ব্রেথওয়েট অ্যান্ড কোং লিমিটেডের সিএমডি যতীশ কুমার, যিনি লিলুয়া ওয়ার্কশপের চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজারের পদেও রয়েছেন এবং বালামার লরি অ্যান্ড কোং লিমিটেডের সিএমডি আদিকা রত্ন শেখর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবহণ, জাহাজ চলাচল ও লজিস্টিকস পর্ষদের চেয়ারম্যান লাভেশ পোদ্দার।

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সৌমিত্র মোহন জানান,দক্ষিণ ২৪ পরগনার নুরপুর থেকে হুগলির ত্রিবেণী পর্যন্ত গঙ্গার ধারে জেটি গড়ে তোলার জন্য বিশ্বব্যাংকের তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। এই জেটিগুলি প্রস্তাবিত রোরো পরিষেবার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যা নদীর ওপর দিয়ে ট্রাক এবং বাস বহন করতে পারে। এর ফলে সড়কপথের দূরত্ব হ্রাস পাবে এবং লজিস্টিক ব্যয়ও হ্রাস পাবে। সঙ্গে এও জানান, রোরো পরিষেবা শুরু করার জন্য উপযুক্ত জায়গা চিহ্নিতও করা হচ্ছে।

এরই পাশাপাশি পরিবহণ দফতরের মুখ্য সচিব ডঃ সৌমিত্র মোহন এও জানান, প্রকৃতপক্ষে, এমসিসিআই রোরো পরিষেবা চালু করার প্রস্তাব দিয়েছে যার উপর রাজ্য সরকার কাজ শুরু করেছে।, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী তিন বছরে জলপথ ও ভূপৃষ্ঠ পরিবহণের উন্নয়নে ৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। সঙ্গে পরিবহণ দফতরের মুখ্য সচিব এও জানান, সরকার ই-মোবিলিটির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ১২০০টি ই-বাস চালু করতে চায়। তবে আইনি জটিলতা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে ১০০টি ই-বাস চলছে।

'নিরি'র স্বীকৃত কিউআর কোড নিয়েই ধন্দে বাজি নির্মাতা-ক্রেতা-বিক্রেতা ও প্রশাসন

গত বছরের তুলনায় বাজি বিক্রি কমেছে ৭০ শতাংশ: ব্যবসায়ী

বিপ্লব দাশ

বজবজ-মহেশতলা: দীপাবলির রোশনাইয়ে জ্বলবে দীপ, ফাটবে রংবেরংয়ের আতসবাজি, ফাটবে না শব্দবাজি! কিন্তু কালীপুজোর আগের দিন পর্যন্ত এবার কেমন জমল বাজির ব্যবসা? এবারই ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সস্টিটিউট সংক্ষেপে 'নিরি'র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ২০০ জন বাজি নির্মাতা। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রশিক্ষিতরাই সবুজ আতস বাজি তৈরির অনুমতি পেয়েছে। যদিও নানা কারণে অনুমতি পেতে দেরি হওয়ায় সকলেই বাজি তৈরির কাজ শুরুই করতে পারেনি। তার উপর নির্মিত বাজির প্যাকিংয়ে থাকতে হবে 'নিরি'র স্বীকৃত কিউআর কোড। সেই কোড নিয়েই ফাপড়ে বাজি নির্মাতা ক্রেতা-বিক্রেতা সহ পুলিশ প্রশাসন। এছাড়া এবারই প্রথম বাজির খুচরো ব্যবসা করতে গেলে নিতে হয়েছে এমএসএমই-র অনুমতি। আর সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের সাঁড়াশি চাপ। ফলে চাহিদা থাকলেও ভয়ে বাজি কিনতে বিমুখ সাধারণ মানুষ, মত বাজি ব্যবসায়ীদের। বাজি ব্যবসায়ীদের নানা মন্তব্যে জানা যাচ্ছে এবার বাজি ব্যবসার হাল।

প্রদেশ আতস বাজি সমিতির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে 'একদিন' পত্রিকার তরফে জানতে চাওয়া হয়েছিল জেলার বাজি বাজার কেমন চলছে। গত বছর থেকে ব্যবসার অবস্থা ভালো না খারাপ? সেখানেই ব্যবসায়ীদের প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল। (ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবসায়ীদের নাম দেওয়া হল না)

- 'বাজি তৈরি ও বাজি বাজারের ছাড়পত্র অনেকটা লেট হয়েছে। তার জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় বাজি ব্যবসায়ীরা অনেকটাই মনক্ষুন্ন এবং চিন্তিত। ঋণ শোধ হবে কিনা এই নিয়ে সবাই চিন্তায় রয়েছে।'
- ''কিছু জায়গায় বাজির দোকান খুলছে আর সারা পশ্চিমবঙ্গের নাম হচ্ছে। এই তো অবস্থা। লোক এখনও পুলিশের ভয়ে বাজি কিনতে আসছে না। ছোট ছোট বাচ্চা বাজি কিনে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের কাছ থেকে অমানবিক ভাবে বাজি কেড়ে নিচ্ছে।'
- ''খুব ভালো বাজার! এই ভাবে চললে কেউ কাউকে লাগবে না, কেউ কাউকে সাহায্য করতেও হবে না, আর কারও কাছে সাহায্য চাইতেও হবে না। বাজির সঙ্গে যুক্ত ৯০ শতাংশই মানুষকে কৌটো হাতে নিতে হবে।'
- ''আমাদের চার পুরুষ বাজি ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত। এত ভালো ব্যবসা অন্য কোনও বছর হয়নি। আমরা সবাই খুব আনন্দিত!'
- 'দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ-মহেশতলার পুটখালি, বরকনতলা, দৌলতপুর, চিংরিপোতা, নন্দরামপুরের ঘরে ঘরে বাজি কুটিরশিল্প। এখানকার শব্দবাজির বেশ নামডাক রয়েছে। কিন্তু এবার ৯০ আর ১২৫ ডেসিবেলে জাঁতাকলে তৈরি হয়নি শব্দবাজি। এলাকায় সবুজ আতস বাজির ব্যবসায় দোকান লাগিয়েছেন প্রায় ২০০ জনের মতো। অন্যান্যবার যা হাজার ছাড়িয়ে যেত। আর ক্রেতাদের ভিড় একদমই নেই। অন্যান্যবার কালীপুজোর আগের দিন এখানে ক্রেতাদের ভিড়ে তিল ধারণের জায়গা থাকত না। এবার ফাঁকা দোকান ক্রেতা হাতে গোনা। বাজি শিল্পের এমন হালের জন্য প্রশাসনকেই দায়ী করেছেন প্রদেশ আতস বাজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ও বজবজ-মহেশতলা আতস বাজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক, শুকদেব নস্কর। তিনি বলেন,দ তএবার বাজি নির্মাতা ও বিক্রেতাদের অনুমতি পেতে দেরি হয়েছে। তার উপর পুলিশ ধরপাকড় আর প্রশাসনের সাঁড়াশি চাপে ব্যবসার অবস্থা খারাপ হয়েছে। তবে মানুষের কাছে সবুজ আতস বাজি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে তাই চাহিদা রয়েছে। কিন্তু পুলিশের ধরপাকড়ের ভয়ে বাজি কিনতে আসতে ভয় পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তাই গত বছরের থেকে এবার ব্যবসা প্রায় ৭০ শতাংশ কম হয়েছে। এছাড়া নিরি-র দেওয়া কিউআর কোড নিয়েও ধন্দে পড়েছেন বিক্রেতারা।
- 'বজবজ-মহেশতলার পুটখালি, বরকনতলা, নন্দরামপুরের ঘরে ঘরে শব্দবাজির আতুড়ঘর। চকলেট বোম, দোদোমা, আমড়া আঁটি, আলু বোম, রকেট শব্দবাজির একসময় রমরমা ছিল। কিন্তু পরিবেশ ও শব্দদূষণের জাঁতাকলে সেই শব্দবাজির রমরমা নেই। তবে ১২৫ ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দবাজির অনুমতি দিয়েছে পরিবেশ দপ্তর। কিন্তু এই বছর সময় না থাকায় সেই শব্দবাজি তৈরি হচ্ছে না। শুধুমাত্র আতসবাজির উপর নির্ভর করে বাজি দোকান দিলেও সেভাবে ব্যবসা না হওয়ায় ক্ষোভ ব্যবসায়ীদের।

শালিমার ওয়্যারস্ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

Shalimar Wires Industries Limited

CIN : L74140WB1996PLC081521

রেজিস্টার্ড অফিস : ২৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩

টেলি: ৯১-৩৩-২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, **ফ্যাক্স:** ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০,

ই-মেল আইডি : kejriwal@shalimarwires.com, **ওয়েবসাইট:** www.shalimarwires.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

টাকার অঙ্ক লাখে

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস সমাপ্ত (৩০/০৯/২০২৩) অনিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত (৩০/০৬/২০২৩) অনিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত (৩০/০৯/২০২২) অনিরীক্ষিত	৬ মাস সমাপ্ত (৩০/০৯/২০২৩) অনিরীক্ষিত	৬ মাস সমাপ্ত (৩০/০৯/২০২২) অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২২) নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,৩৩৩.৭০	৩,১৬০.৬৬	৩,০৯০.৮৫	৬,৪৯৪.৩৬	৫,৯৪০.৭৯	১২,০৭৯.৯৫
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	১৭৩.০৪	৯৩.৮৯	১২১.৮০	২৬৬.৯৩	১২৭.০৩	৫১.৬৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১৭৩.০৪	৯৩.৮৯	১২১.৮০	২৬৬.৯৩	১২৭.০৩	৬৫২.৯২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১৭৩.০৪	৯৩.৮৯	১২১.৮০	২৬৬.৯৩	১২৭.০৩	৬৫২.৯২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং (কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয়]	১৭৩.০৪	৯৩.৮৯	১২১.৮০	২৬৬.৯৩	১২৭.০৩	৬৩৭.১২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	২,৬৬৮.৭২	১,৮৯১.৬৯	২,৪০১.৭৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (২/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)						
	মৌলিক	০.৪০	০.২২	০.২৮	০.৬২	০.৩০	১.৫৩
	মিশ্রিত	০.৪০	০.২২	০.২৮	০.৬২	০.৩০	১.৫৩

দ্রষ্টব্য :

১. উপরের ফর্ম্যাট ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ২য় ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। কোম্পানির ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটটি কোম্পানির এবং স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-র ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
সুনীল খৈতান
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN No. 00385961

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১ নভেম্বর, ২০২৩

দলত্যাগ না করায় বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিবেদন: যেসব বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে দলত্যাগের অভিযোগ বিধানসভায় জমা পড়েছে তাদের কেউ স্পষ্ট ভাবে দলত্যাগ করেছেন বলে জানা যাচ্ছে না। তাই দলত্যাগ বিরোধী আইনে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না বলে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সরকারি কাজকর্মের সুবিধা নেওয়ার জন্য তাদের অনেক সময় রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করতে হয়। এই ক্ষেত্রেও সেই জন্য তাদের সরকারি সভায় যাওয়া মানেই সেটা দল বিরোধী কাজ হয়ে যায় না।

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে ৭৭টি আসনে জিতেছিল বিজেপি। পরে দু'জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন। বিষ্ণুপদ রায়ের মৃত্যুর পর উপনির্বাচনে ধূপগুড়ি হাতছাড়া হয়। এছাড়াও একুশের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে একাধিক বিজেপির টিকিটে

দাবি স্পিকারের

জেতা বিধায়কের তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ দেখা গিয়েছে। কিন্তু খাতায় কলমে তাঁরা এখনও বিজেপিরই বিধায়ক। বিজেপির তরফে একাধিক সময়ে দলবদলের অভিযোগ তোলা হয়েছে। তবে বিধানসভার খাতায় কলমে বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা এখনও ৭৪। মুকুল রায়, বিশ্বজিৎ দাস, কৃষ্ণ কল্যাণী, তন্ময় ঘোষ-সহ মোট সাতজনের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

লেক কালীবাড়ির প্রতিমা।

অসুর শক্তি নাশের জন্য মায়ের আগমন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সমাজে অসুর শক্তি নাশের জন্য মায়ের আগমন ঘটে। শনিবার সন্ধ্যেয় ব্যারাকপুর নয়াবস্তির মহাবীর সমিতির শ্যামা পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, শক্তি মায়ের আবির্ভাবে মায়ের অসুর শক্তি নাশ হলে সমাজে ভালো লোকের উদয় হয়। এবার মহাবীর সমিতির পুজো ৭৭ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এখানকার পুজোর থিম কাঠ পুতুলের ডাঙা। হরেক রকমের পুতুল দিয়ে মণ্ডপ সাজানো হয়েছে। প্রতিমায় রয়েছে অভিনবত্ব। বিভিন্ন রঙের মুক্তো দিয়ে গড়া হয়েছে প্রতিমা। পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ, গারুলিয়া পুরসভার সিআইসি গৌতম বসু, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, পুজো কমিটির অন্যতম কর্তা শিবু যাদব প্রমুখ। এদিন ব্যারাকপুর পূর্ব রবীন্দ্রপল্লি, শিউলি কিশোর সংঘ-সহ একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেন সাংসদ অর্জুন সিং।

ন্যাশনাল ক্যারাটে প্রতিযোগিতা হয়ে গেল দক্ষিণ দমদমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: গত সপ্তাহে আমন্ত্রণমূলক ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ তথা আন্তর্জাতিক ক্যারাটে সিলেকশন ২০২৩ মার্শাল আর্টস অফ কোর্স ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন, মার্শাল আর্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, এবং শতকান ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন এবং রে শতকান ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা পরিচালিত, সর্বভারতীয় তথা ন্যাশনাল ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল অমল দত্ত ক্রীড়াঙ্গনে।

দক্ষিণ দমদম পুরসভার অমল দত্ত স্টেডিয়ামে গত শনিবার ও রবিবার প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছিল। ২৫০ জন প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করেন। বিচারক ছিলেন বিশিষ্ট ক্যারাটে প্রশিক্ষক সুব্রত মণ্ডল। তিনি জানান, জুনিয়র সিনিয়র বিভাগে মার্শাল আর্টের কাতা ও কুমিতে এই দুই কৌশলের প্রদর্শন করেন প্রতিযোগীরা। রাজ্য সরকার অনেক সহযোগিতা করেছেন ক্যারাটের প্রসারে। তাঁর আবেদন, রাজ্যের স্কুলে স্কুলে ক্যারাটে ছড়িয়ে দেওয়া হোক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দমদমের বিধায়ক । মুখ্য ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ডিকে চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ডিরেক্টর, নেহেরু যুব কেন্দ্র সংঘ, মিনিস্ট্রি অফ ইয়থ এন্ড এসোসিয়েশন)। সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্ল্যাক বেল্ট জাপান), বৈকন্ঠ সিং, (প্রেসিডেন্টস অল বেঙ্গল ক্যারাটে স্পোর্স অ্যাসোসিয়েশন) অভিজিৎ ঘোষ(জয়েন্ট সেক্রেটারি অল বেঙ্গল স্পোর্টস ক্যারাটে এসোসিয়েশন) সোমনাথ সাধু (ব্ল্যাক বেল্ট থার্ড ডান) ,বোজো হেলা (ট্রেজারা অল বেঙ্গল স্পোর্টস ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন)প্রমুখ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১২ নভেম্বর ২৫ কার্তিক, ১৪৩০, রবিবার

আজ কালীপুজো, দীপাবলিতে আলোর উৎসবের রেশ মহানগরে

চলছে দীপাবলির কেনাকাটা।

গিরিশ পার্ক ফাইভ স্টার ক্লাবের পুজো।

শহিদ মিনারে বাজি-বাজারে বাজি কিনতে এসেছে এক খুদে। ছবি: অদিতি সাহা

দীপাবলির মুখে চাঁদনি চক চত্বরে আগুন, ছড়াল আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীপাবলির মুখে চাঁদনি চকের বহুতলে আগুন। ঘটনায় শনিবার সাত সকালে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। কালীপুজো, দীপাবলিতে যখন চাঁদনি চক চত্বরে রমরমা ব্যবসা চলছে লাইট, প্রদীপ ও অন্যান্য জিনিসের তখন আগুন লাগার খবর আসতেই, ব্যবসায়ীরা উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। পরে আরও একটি ইঞ্জিন আসে। পৌঁছেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরাও। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কাজ চালান তাঁরা। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

সূত্রের খবর, চাঁদনি চকের মেট্রো স্টেশন লাগায়ো ম্যাডান স্ট্রিটের একটি বহুতলে এদিন সকালে আগুন লাগে। আচমকা বহুতল থেকে গল গল করে ধোঁয়া বেরতে দেখা যায়। মুহূর্তে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। বহুতলের ঠিক কোন জায়গায় আগুন লেগেছে তা খতিয়ে দেখতে অক্সিজেন সিলিন্ডার ও মাস্ক পরে ভেতরে ঢোকেন দমকল বাহিনীর কর্মীরা। বহুতলের মধ্যে থাকা মানুষজনকে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য মাইকে করে পুলিশের তরফে প্রচারও করা হয়। দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে আগুন আয়ত্তে আনে দমকল। কী কারণে আগুন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

চাঁদনি চক এলাকাটি এমনিতেই ঘিঞ্জি। আশেপাশে রয়েছে প্রচুর দোকান। কালীপুজোর মরশুম হওয়ায় এলাকার আশে পাশে বহু জায়গায় বাজিও বিক্রি হচ্ছে। জানা গেছে, ওই বহুতলের নীচে রয়েছে একাধিক দোকানে। ওপরে ফ্ল্যাটও। ফলে দমকলের কাছেও বিষয়টা খুব জরুরি ছিল যাতে আগুন কোনওভাবে ছড়িয়ে না পড়ে।

গত সেপ্টেম্বর মাসেও চাঁদনি চক মার্কেট সংলগ্ন একটি বহুতল ভবনে আগুন লেগেছিল সে বার। এর আগে, চাঁদনি চকের এলআইসি বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছিল।

সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর মিলবে কবে, এসএসকেএম-এর কাছে প্রশ্ন ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত 'কালীঘাটের কাকু' সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ নিয়ে 'ইডি ও এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মধ্যে চলছে টানাপোড়েন। এসএসকেএম হাসপাতালের কাছে ইডি জানতে চেয়েছিল, অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের শারীরিক পরিস্থিতির ব্যাপারে। একইসঙ্গে এও জানতে চাওয়া হয়, কবে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হবে এই প্রসঙ্গেও। পাশাপাশি তাঁর ভয়েস স্যাম্পেল এই মুহূর্তে নেওয়া যাবে কি না তা নিয়েও জানতে চায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

এদিকে এই প্রসঙ্গে এসএসকেএম কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ইডি-কে জানানো হয়েছে যে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হবে। আর এই সুজয়কৃষ্ণের জন্য গড়া এই মেডিক্যাল বোর্ডে থাকবে বিশেষজ্ঞ আট চিকিৎসক। আর এই মেডিক্যাল বোর্ডই সুজয়কৃষ্ণের ডিসচার্জের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

একইসঙ্গে এসএসকেএমের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এই বোর্ডে রয়েছেন কার্ডিয়োথোরাসিক ভাস্কুলার সার্জারি (সিটিভিএস), কার্ডিয়োলজি, জেনারেল মেডিসিন, সাইকিয়াট্রি, চেস্ট মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ইডি-কে সে কথা জানিয়ে ইতিমধ্যে চিঠিও দিয়েছে এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ। আর এই বোর্ডের তৈরি মেডিক্যাল স্টেটাস রিপোর্টও দেওয়া হবে ইডি-কে।

এদিকে ইডি সূত্রে জানানো হয়েছে, অসুস্থ হওয়ার পর বেশ কয়েক মাস সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তার ফলে তাঁর ভয়েস স্যাম্পেল নিতে পারছেন না তদন্তকারী অফিসারেরা। প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগে সুজয়কৃষ্ণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করছে ইডি। কারণ, তাঁদের হাতে আসা দু'টি মোবাইলের কথোপকথনের কল রেকর্ডে একজনের সঙ্গে সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের মিল রয়েছে। তা যাচাইয়ের জন্য দ্রুত ভয়েস স্যাম্পেল মিলিয়ে দেখতে চাইছে ইডি। কিন্তু শারীরিক পরিস্থিতির কারণে তা এখনও হয়ে ওঠেনি। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা না করলে, প্রয়োজনে তাঁরা আদালতেরও দ্বারস্থ হতে পারেন।

মাস দুয়েক আগে সুজয়কৃষ্ণের বাইপাস সার্জারির পর থেকে তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি বলে দাবি এসএসকেএম সূত্রে। কয়েক সপ্তাহ আগে ইডি অফিসারদের একটি দল তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের জন্য এসএসকেএমে গিয়েও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। কণ্ঠস্বরের নমুনা যেহেতু সংগ্রহ করা হবে ফরেনসিক সায়েন্সেস ল্যাবরেটরিতে, তাই সেখানে সুজয়কৃষ্ণকে সশরীরেই হাজির করাতে হবে। কিন্তু এখনও চিকিৎসকদের কাছ থেকে তার অনুমতি পাননি তদন্তকারীরা।

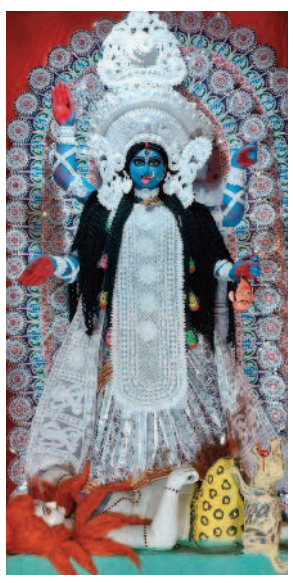

এসএস নগর আমরা ক'জন ক্লাবের সর্বজনীন শ্রী শ্রী শ্যামা পূজার উদ্বোধন হল শনিবার। পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহেশতলা থানা এলাকার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌরী নস্কর, ক্লাব সেক্রেটারি বিরাট নস্কর এবং ক্লাব সদস্য মানস প্রামাণিক।

সংশোধনাগারে দেখা করতে বাধ্যতামূলক হচ্ছে আধার কার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারের আবাসিকদের পাশাপাশি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসা দর্শনার্থীদের জন্য এবার থেকে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করার হচ্ছে। পরিচিতি জালিয়াতি রুখতে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে রাজ্য গুলিকে জানানো হয়েছে। দেশের ১৩০০ জেলে এই নিয়ম চালু হবে।

ইতিমধ্যে এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে চিঠি দিয়েছে। জেলের ক্ষেত্রে এমন অনেক অভিযোগ আগে উঠেছে যে একজনের হয়ে অন্যজন জেল খেটেছেন। কখনও একজন লোকের নাম করে অন্য জন দেখা করতে গিয়েছেন। মূলত পরিচয় জালিয়াতি রুখতে এবার থেকে আধারের তথ্য খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি যে যাঁরা বন্দির সঙ্গে দেখা করতে যাবেন তাঁরও আধার কার্ড আবশ্যিক হতে চলেছে। অর্থাৎ আধার কার্ড না থাকলে বন্দির সঙ্গে দেখার করা যাবে না। কারা অধিদপ্তর এনিয়ে আগে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। সেখানে বন্দি ও তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসা ব্যক্তিদের আধার তথ্য দিতে জমা নেওয়ার কথা বলা হয়। এরপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বলেছে, জাতীয় তথ্যবিজ্ঞান কেন্দ্র (এনআইসি)))/ই প্রিজনস বন্দি/দর্শনার্থীদের আধার লিঙ্কিং/প্রমাণীকরণের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (তৈরি করেছে) ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বন্দিদের ক্ষেত্রে আধার কার্ডের তথ্য জমা নেওয়া উদ্যোগী হতে হবে রাজ্য সরকারগুলিকে। আধার তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা সব সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন কিনা তাও নিশ্চিত করতে হবে রাজ্য সরকারগুলিকে। পাশাপাশি বন্দিদের সঙ্গে কারা দেখা করতে আসছেন তাঁদের আধার পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে বলা হয় রাজ্য সরকারগুলিকে। এই বিজ্ঞপ্তির পর এবার এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

রেশন দুর্নীতিতে আরও ১ কোটি ১০ লক্ষ বাজেয়াপ্ত করল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতির তল্লাশিতে আরও ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করল ইডি। এক মিল মালিকের বাড়িতে তল্লাশির সময় বাজেয়াপ্ত হয় এই টাকা। ওই মিল মালিক বিভিন্ন সময়ে নগদ টাকা দিতেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে, এমনটাই এক জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্টের বয়ান থেকে জানতে পেরেছে ইডি। এবার ওই মিলের মালিকও ইডির নজরে। তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করবে ইডি। একইসঙ্গে ইডি-র মনে করছে, এ রকম আরও অনেক মিল মালিক রয়েছে। আর এই ধরনের মিলের একটি লিস্টও তৈরি করেছে ইডি।

একইসঙ্গে ইডির আধিকারিকরা তদন্ত করে দেখছেন, এই ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার সূত্র কী? এদিকে ইডির আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, রেশন দুর্নীতি চালাতে গেলে মিলের মালিককে কমিশন দিতে হত মন্ত্রী ও তাঁর ঘনিষ্টদের। অন্য দিকে, জ্যোতিপ্রিয় অপর এক পরিচারক রাম স্বরূপ শর্মা সামনে নিয়ে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। তাঁর দাবি, একদিন উল্টোডাঙার কাছে সাদা কাগজে সই করেছিলেন রাম স্বরূপ। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নাম করে কয়েকজন সই করায় বহুবছর আগে উল্টোডাঙার কাছে এক রাস্তাতে। কিন্তু কী কারণে সাদা কাগজে সই তা তিনি জানতেন না। সাদা কাগজে সই ঘিরে রহস্য। একইসঙ্গে রাম স্বরূপ এও জানিয়েছেন, কোন কোম্পানির সঙ্গে

মাধ্যমিকের জন্য কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অ্যাডভাইজার কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আলিপুরদুয়ার ও ঝাড়গ্রামের মতো যেসব জেলায় একটি করে মহকুমা রয়েছে সেখানে দুই সদস্যের কমিটি গঠন করা হবে। বেশ কিছু মহকুমার জন্য আরও একজন করে ডিএন এসি সদস্য নিয়োগ করা হবে বলে পর্ষদ সূত্রে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য সুষ্ঠুভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য এবার কনভেনার জয়েন্ট কনভেনার এবং অ্যাডিশনআল ভেনু সুপারভাইজার এর পাশাপাশি ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম রাখা হবে। পর্ষদ সচিব এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিং টিম ডিএনএসি এবং ইআরটি সদস্যদের ১০০০ টাকা করে ভাতা দেয়া হবে।

নিহত আকাশের ছোট্ট মেয়ের নামে এফডি, সাহায্য সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চলতি বছরের ২৯ অক্টোবর খড়দা থানার টিটাগড় পুরানী বাজারে শাসকদলের দুই কাউন্সিলর শিবিরের কাজিয়ার জেরে প্রাণ গিয়েছে আকাশ প্রসাদ নামে এক যুবকের। গত পয়লা নভেম্বর মৃতের বাড়িতে গিয়ে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। শনিবার দুপুরে টিটাগড়ের প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রশান্ত চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে মৃতের বাড়িতে যান সাংসদ অর্জুন সিং। প্রতিশ্রুতি মতো এদিন তিনি মৃতের পাঁচ বছরের কন্যা সন্তানের নামে ফিক্সড ডিপোজিটের নথি তুলে দিলেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'সাধ্যমতো সাহায্য করলাম। সংসার চালানোর মতো মৃতের ভাইয়ের একটা কাজের ব্যবস্থাও করে দেব। পাশাপাশি মৃতের মেয়ের পড়াশুনার জন্য কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হবে।' মৃত যুবকের মা শকুন্তলা দেবী জানান, সাংসদ তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। নাতনির নামে দু'লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে দিয়েছেন। ওকে স্কুলে ভর্তিও করে দেবেন বলেছেন। তাছাড়া ছেলের একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবার উনি আশ্বাস দিয়েছেন।

নন্দদুলালের কন্যার আজও আরাধনা হয় টালিগঞ্জের করুণাময়ী কালীবাড়িতে

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: কলকাতার বুকেই নানা মন্দির রয়েছে যেখানে কালী আরাধনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা ঐতিহাসিক ঘটনা। ঠিক এমনই এক ঘটনা রয়েছে টালিগঞ্জের করুণাময়ী কালী বাড়ির সঙ্গেও। প্রায় ২৬৩ বছর আগে অর্থাৎ ১৭৬০ সালে এই মন্দির স্থাপন করেন বড়িশার সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের নন্দদুলাল রায় চৌধুরী। রাজা সাবর্ণ রায়ের পরিবারের ২৭ তম বংশধর ছিলেন এই নন্দদুলাল। কথিত আছে, নন্দদুলালের ছিল তিন পুত্র সন্তান। রাঘবেন্দ্র, রামচরণ ও জগন্নাথ। তবে তিন পুত্র পেয়েও নন্দদুলালের মন ভরছিল না। বাসনা ছিল এক কন্যাসন্তানের। তাই ইষ্টদেবীর কাছে এক কন্যা সন্তান চান তিনি। এরপর ইষ্টদেবীর কৃপায় কন্যা সন্তান লাভও করেন নন্দদুলাল। ফুটফুটে ওই কন্যা সন্তানের নাম রাখেন করুণা। জন্মের পরই সবাই বলে, ওই মেয়ে নাকি দৈবগুণ নিয়ে জন্মেছে। কিন্তু বিধি বাম। অসামান্য সৌন্দর্য ও নানা গুণের অধিকারিণী করুণা মারা যায় মাত্র সাত বছর বয়সেই। কন্যাশোকে পাগল পিতা নন্দদুলাল স্থির করেন সংসার ছেড়ে তীর্থে চলে যাবেন। আর তখনই স্বপ্নে করুণা রূপে আসেন দেবী মহামায়া এবং বলেন যে পিতাকে ছেড়ে তিনি কোথাও যাননি। তাঁর কাছেই আছেন। সঙ্গে আদেশ দেন পরদিন ঊষাকালে গঙ্গার ঘাটে যেতে। সেখানে এক বটবৃক্ষের তলায় যে কষ্টি পাথর পাবেন, তা দিয়ে মূর্তি তৈরি করে সেখানেই প্রতিষ্ঠা করতে। আর কন্যা রূপে তিনি চিরকাল থাকবেন ওই কষ্টি পাথরে। এরপরই কন্যা থেকে চতুর্ভুজা হয়ে অদৃশ্য হন দেবী। এরপর আর এক মুহূর্তও দেরী করেননি নন্দদুলাল। স্বপ্নাদেশে যা শুনেছিলেন সেই মতোই অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেন তিনি। একখণ্ড কষ্টিপাথরে

খোদাই করেন চতুর্ভুজা দক্ষিণা কালীর মূর্তি ও মন্দির স্থাপন করেন আর মেয়ের নামেই দেবীরও নামকরণ করেন করুণাময়ী। ফলে দেবী কালিকা এখানে রায়চৌধুরী বাড়ির ঘরের মেয়ে। মূর্তি গড়ার পাশাপাশি মূল মন্দিরটিও গড়েন নবরত্ন মন্দিরের আদলে। নবরত্ন মন্দির অর্থাৎ যার নটি চূড়া রয়েছে। সেই সময়ে বাংলায় এরকম নবরত্ন মন্দির খুব বেশি ছিল না। এরই পাশাপাশি তৈরি করা হয় দ্বাদশ শিবের মন্দির। এই প্রতিটি মন্দিরই তৎকালীন বাংলার অসামান্য স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন বহন করে চলেছিল। করুণাময়ীর এই মন্দির দেখেই পছন্দ হয় স্বয়ং রানি রাসমণিরও। এরপর এই মন্দিরেরই আদলে পরবর্তীকালে তৈরি করান দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দিরটি। যদিও কালের নিয়মে ও রক্ষণাবক্ষেণের অভাবে মন্দিরটি ক্ষয়প্রাপ্ত ও ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়ায় নন্দদুলাল রায় চৌধুরীরই কোন উওরসূরি নতুন করে নির্মাণ করান এখনকার এই মন্দির। বর্তমানের এই মন্দিরটিও আনুমানিক ১৮৮০-র দশকে স্থাপিত। তবে বিগ্রহটি সেই প্রাচীন কালেরই। এমনকি এও জানা যায় যে, বিগ্রহের বেদির তলায় রয়েছে পঞ্চমুণ্ডির আসন। এছাড়া আরও শোনা যায়, কালীঘাট মন্দিরটি অনেক দূরে হওয়ায় ও যাতায়াতে অসুবিধা হওয়ায় তৎকালীন রাজবাড়ির মেয়ে বউরা সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের নির্মিত এই করুণাময়ী মন্দিরেই আসতেন দেবীর আরাধনা করতে।

কালীপুজোর দিন বেনারসি শাড়ি ও সোনার গয়নায় সাজানো হয় এই করুণাময়ী কালীকে। সঙ্গে দেওয়া হয় ১১ রকম মাছের ভোগ। ঘরের মেয়ের মতোই তাঁর সেবা করা হয়। ফলে সে যা যা খেতে ভালোবাসতো সেই সব দিয়েই হয় তাঁর পুজো। যেমন রাতে ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় লুচি, ছোলার ডাল, ফুলকপির তরকারি, লাল নটেশাক সহ সাত রকম ভাজা। সঙ্গে খিচুড়ি, পাঁচ সবজির তরকারি, সাদা ভাত, মোচার ঘণ্ট, এঁচোড়ের ডালনা, পোলাও, সাত রকম মাছের পদ, আলু বখরার চাটনি, পায়েস ও পান। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, ভবানীপুরের যদুবাবুর বাজার থেকে আসে এই পুজোর ভোগে দেওয়ার জন্য গলদা, ইলিশ, ভেটকি, ট্যাংরা, কাতলা, পাবদা ও পার্শে। আগে করুণাময়ীর আরাধনায় বলি প্রথার চল থাকলেও এখন তা বন্ধ। এতো কিছুর সঙ্গে করুণাময়ীর এই কালীর বেশ কিছু তাৎপর্যও রয়েছে। যেমন, ভারত তথা বাংলার বেশিরভাগ শক্তিপীঠ ও তীর্থস্থান গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত হলেও টালিগঞ্জের করুণাময়ী কালী বাড়ির অবস্থান গঙ্গার পশ্চিম তীরে। এই মূর্তির বৈশিষ্ট্য হল, কালী ও সদাশিবও একই কষ্টি পাথরে নির্মিত বলে উভয়েরই রং কালো। যা সিদ্ধপীঠের মধ্যে বিরল। ভক্তদের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় করুণাময়ী কালীবাড়ি আজ এক সিদ্ধপীঠে পরিণত হয়েছে আর নন্দদুলাল রায়চৌধুরীর হারানো মেয়ে আজও এই কালো কষ্টিপাথরেই অধিষ্ঠিতা।

সম্পাদকীয়

নভেম্বর বিপ্লব ও কৃষক অসন্তোষ

১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের পর বিশ্বে নবচেতনার সঞ্চার করে ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বলশেভিক দলের নেতা লেনিনের নেতৃত্বে সংঘটিত অক্টোবর বিপ্লব। জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের হিসেবে বিপ্লব ২৫শে অক্টোবর মাসে হয়েছিল এবং গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জি অনুসারে বিপ্লবটি সংঘটিত হয়েছিল ৭ই নভেম্বর। তাই এই বিপ্লবকে একাধারে নভেম্বর বিপ্লব ও বলা হয়ে থাকে। পেট্রোগ্রাড (সেন্ট পিটার্সবার্গ) শহরে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল এক আলোড়নকারী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দীর্ঘ দিনের শ্রমিক-জনতা ও সৈনিকদের বঞ্চনা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের ফলে এই বিপ্লবের সূচনা হয়। সৈনিকদের অধিকাংশই ছিল রাশিয়ার গরিব কৃষক শ্রেণী থেকে আগত। আক্ষরিক অর্থে তারা ছিল সেনার পোশাক পরিহিত কৃষক। আর শিল্প শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল কারখানার পোশাকে কৃষক। অক্টোবর বিপ্লব মূলত সংঘটিত হয়েছিল কৃষক-শ্রমিক-সৈনিকদের অসন্তোষের ফলে। রাশিয়ার জনসাধারণের প্রায় ৮০ শতাংশ ছিল সেই সময় কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই কৃষকের সমস্যার সমাধান ব্যতীত রাশিয়ার উন্নতি ও অগ্রগতি ছিল অসম্ভব। তৎকালীন রাশিয়ার শিল্পায়ন শুরু হলে ও রুশ অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষি নির্ভর। জার দ্বিতীয় আলেকজেন্ডার আমলে ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটলেও কৃষকদের পরিস্থিতির বদল ঘটেনি। পূর্বে জমিদারি শোষণ অব্যাহত ছিল বর্তমানে' মীর ' নামক গ্রামীণ প্রশাসনিক সংস্থা তাদের ওপর কতৃত্ব জারি করে। ভূমি দাস প্রথার অবসানে যে ভূমিদাসগণ মুক্ত হয়েছিল তাদের কোন মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ১৯০৫ সালের রাশিয়ার বিপ্লবের পর প্রধানমন্ত্রী স্টোলিপিন কৃষকদের উন্নতির লক্ষ্যে অনেক আইন পাস করেছিল। এই আইনে বলা হয়েছিল যে, মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাসগণের দেয় ক্ষতিপূরণের অর্থপ্রদান বিলোপ করা হবে এবং মীর এর কাছ থেকে জমির মালিকানা সরিয়ে নিয়ে কৃষকের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু এত ঘোষণার পরেও কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। রাশিয়ার কৃষকদের অবস্থা এতোটাই সঙ্গীণ ছিল যে, দুবেলা অন্নের সংস্থান তাদের ভালোমত হত না। তারা ক্ষুধার তাড়নায় প্রাপ্ত জমি বিক্রয় করতে থাকে এবং এক শ্রেণীর সচ্ছল কৃষকশ্রেণী এই জমি কিনে নিতে থাকে ফলে রাশিয়াতে একধরনের জোতদার বা কুলাক শ্রেণীর জন্ম হয়। বেশীর ভাগ কৃষকগণ এই কুলাকদের অধীন ভূমিহীন মজুরে পরিণত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে রাশিয়ার কৃষকদের অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে পরে। দীর্ঘস্থায়ী কৃষক অসন্তোষের ফলে কৃষক বিদ্রোহ দেশব্যাপী শুরু হয় যা অক্টোবর বা নভেম্বর বিপ্লবের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অর্থ হল দেশের সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিচালনায় ব্যপকভাবে জনগণের অংশগ্রহণ। সোভিয়েত দেশেই প্রথম গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় যা মেহনতী মানুষের স্বার্থের উপযোগী।

শাশ্বত কথা

ধারণা

অজ্ঞ ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা এই যে, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে কোথাও রহিয়াছেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে দ্বিতীয় ধারণা এই যে, একটি শক্তি রহিয়াছে, সর্বত্রই তাঁহার প্রকাশ। ইনিই প্রকৃত সগুণ ঈশ্বর, চণ্ডীতে ইঁহার কথাই লিখিত আছে। তৃতীয় সোপান এই যে, ঈশ্বর প্রকৃতির বাহিরেও নাই, ভিতরেও নাই, কিন্তু ঈশ্বর,প্রকৃতি,আত্মা, জগৎ--এইগুলি একপর্যায় শব্দ। প্রকৃতপক্ষে দুইটি বস্তু নাই, কতকগুলি দার্শনিক শব্দই তোমাকে প্রতারিত করিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে দ্বিবিধ স্বরূপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে--সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ ঈশ্বর অর্থে সর্বব্যাপী, জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা--জগতের শাশ্বত জনক-জননী। তাঁহার সহিত আমাদের ভেদ নিত্য। মুক্তির অর্থ তাঁহার সামীপ্য ও সালোক্যপ্রাপ্তি। নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনায় সগুণ ঈশ্বরের প্রতি সচরাচর প্রযুক্ত সর্বপ্রকার বিশেষণ অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

১৯২৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৪০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আমজাদ খানের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শতরূপা সান্যালের জন্মদিন।*

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্বদেশীদের সমোচ্চারিত ধ্বনি ছিল 'জয় মা কালী'

প্রদীপ মারিক

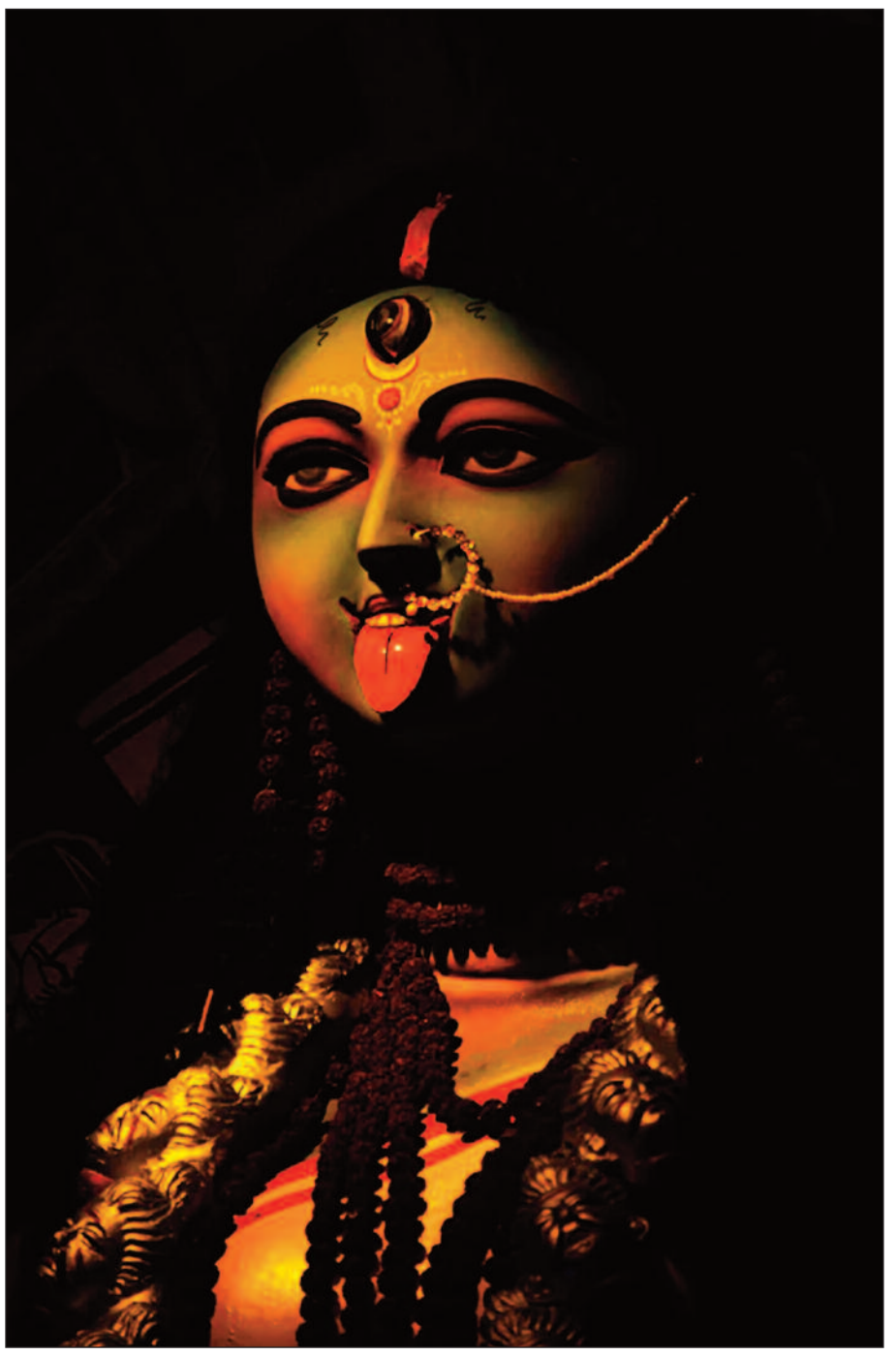

হিন্দু শাস্ত্র মতে শক্তির প্রতীক মহাকালী। তন্ত্রমতে দেবী কালী দশমহাবিদ্যা নামে পরিচিত। এই দশমহাবিদ্যার প্রথম রূপেই পূজিত হন দেবী কালী। 'কালী' শব্দটি 'কাল' অর্থাৎ মহাকাল থেকে এসেছে। 'কাল' শব্দের দুটি অর্থ 'নির্ধারিত সময়' অর্থাৎ 'মৃত্যু'। কিন্তু দেবী প্রসঙ্গে এই শব্দের মানে 'সময়ের থেকে উচ্চতর'। কালী বা কালিকা হলেন একজন দেবী। তিনি দেবী দূর্গার একটি রূপ। তার অন্য নাম শ্যামা বা আদ্যাশক্তি। প্রধানত শাক্ত সম্প্রদায় আবশ্যিক কালীপূজা করে থাকে। শাক্তমতে কালী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি কারণ। বাঙালি হিন্দু সমাজে কালীর মাতৃরূপের পূজা বিশেষ জনপ্রিয়। তন্ত্র পুরাণে দেবী কালীর একাধিক রূপভেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তোড়লতন্ত্র অনুসারে, দেবী কালী নয় প্রকার। দক্ষিণকালিকা, কৃষ্ণকালী, সিদ্ধকালিকা, গুহ্যকালিকা, শ্রীকালিকা, ভদ্রকালী, চামুণ্ডাকালিকা, শ্মশানকালিকা ও মহাকালী। কালীর সবথেকে প্রসিদ্ধ ও জাগ্রত রূপ মনে করা হয় দক্ষিণাকালীর এই রূপকে। তার এই নামের ব্যাখ্যায় শাস্ত্রে বলা হয়েছে, দক্ষিণ দিকের অধিপতি যমরাজের। তিনিও কালীর ভয়ঙ্করী রূপের ভয়ে পালিয়ে যান। এই কালীর গলায় ঝোলে মুন্ডমালার হার, তিনিই মুন্ডুমালা বিভূষিতা। ত্রিনয়নী দক্ষিণাকালীর বাম দিকের দুই হাতে তিনি ধরে থাকেন সদ্যকাটা নরমস্তক। গুণ ও কর্ম অনুসারে দেবী কালীর আরেক রূপ। ইনি মহাদেবের শরীরে প্রবেশ করে তার কণ্ঠের বিষে কৃষ্ণবর্ণা হয়েছেন। শিবের ন্যায় ইনিও ত্রিশূল ধারিনী ও সর্পযুক্তা। তিনি যেমন একদিকে অশুভ শক্তির বিনাশকারিনী তেমনি ভক্তদের বিপদতারিণীও রক্ষাকালী। সিদ্ধকালী কালীর একটি অখ্যাত রূপ। গৃহস্থের বাড়িতে সিদ্ধকালীর পূজা হয় না, তিনি মূলত সিদ্ধ সাধকদের ধ্যান আরাধ্যা। মায়ের এই রূপ সালংকারা অর্থাৎ গয়না পরিহিতা। ভদ্রকালী নামের ভদ্র শব্দের অর্থ কল্যাণ এবং কাল শব্দের অর্থ শেষ সময়। যিনি মরণকালে জীবের মঙ্গলবিধান করেন, তিনিই ভদ্রকালী। অনেক ক্ষেত্রে দুর্গা ও সরস্বতীর ওপর নাম হিসেবেই এই নামটি ব্যবহৃত হয়। কালিকাপুরাণ মতে, ভদ্রকালীর গাত্রবর্ণ অতসীপুষ্পের ন্যায়, মাথায় জটাজুট, ললাটে অর্ধচন্দ্র ও গলদেশে কণ্ঠহার। চামুণ্ডাকালী বা চামুণ্ডা ভক্ত ও সাধকদের কাছে কালীর একটি প্রসিদ্ধ রূপ। দেবীভাগবত পুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ-এর বর্ণনা অনুযায়ী, চামুণ্ডা চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই অসুর বধের নিমিত্ত দেবী কৌশীকিরর (পার্বতী) ভ্রুকুটিকুটিল ললাট থেকে উৎপন্ন হন। গৃহস্থ বাড়িতে এই দেবীর পুজো হয় না। প্রাচীনকালে ডাকাতরা এই দেবীর আরাধনা করত। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে এই দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কালীর 'শ্মশানকালী' রূপটির পূজা সাধারণত শ্মশানঘাটে হয়ে থাকে। মহানির্বাণ তন্ত্রে এই দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কলকাতার আদ্যাপীঠের কালী ও এই দেবীর রূপ কিন্তু এক নয় এবং আদ্যাস্ত্রোত্রের দেবীও ইনি নন। আদ্যাকালীর রং মেঘের মতো ঘন নীল, কপালে চন্দ্ররেখা, ত্রিনেত্রা, রক্তবস্ত্র পরিধানে থাকে। প্রস্ফুটিত রক্তপদ্মে দেবীর আসন পাতা, মাধ্বীক পুষ্পের মিষ্টি সুধা পান করে সম্মুখে নৃত্যরত মহাকালের নৃত্য দর্শন করে তিনি আনন্দিতা। কালীর মতই , মহাকালী হল সর্বজনীন শক্তি, সময়, জীবন, মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম এবং মুক্তি উভয়ের সাথে যুক্ত এক ভয়ানক দেবী। তিনি ভৈরবের সহধর্মিণী , চেতনার এবং বাস্তবতায় অস্তিত্বের ভিত্তি। মহাকালীর উৎপত্তি বিভিন্ন পুরাণ ও তান্ত্রিক হিন্দু শাস্ত্রে রয়েছে। শক্তিধর্মের গ্রন্থে মা কালীকে বিভিন্নভাবে আদি-শক্তি , মহাবিশ্বের আদি শক্তি, চূড়ান্ত বাস্তবতার সাথে অভিন্ন বা ব্রহ্ম হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। তিনি পুরুষ বা চেতনার বিপরীতে প্রকৃতি বা বিশ্ব মানবী নামেও পরিচিতা। মহাদেবীর তিনটি প্রকাশের মধ্যে একটি হিসাবে যা সাংখ্য দর্শনে তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। মহাকালী আদি অনন্তের এক রূপ। কারণ তিনিই শক্তি, তিনিই প্রলয় তিনিই এ বিশ্বের ধারক। মা কালীই, সকল বস্তুর আদি রূপ। বিলীন হওয়ার পর আবার তিনিই শুরু তিনিই শেষ। তিনি হলেন আদি, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকারী এবং ধ্বংসকারী। তন্ত্র-ছোট্ট একটি শব্দ। কিন্তু গভীর তার অন্তর্নিহিত অর্থ। তন্ত্র হল এক বৃহৎ ও অতিপ্রাচীন গুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় বিষয়। মুক্ত বিশ্বকোষে বলা আছে, তন্ত্র হিন্দুসমাজে প্রচলিত ঈশ্বর উপাসনার একটি পথবিশেষ। শিব ও মহাশক্তির উপাসনা সংক্রান্ত শাস্ত্রগুলিকেও তন্ত্র সাধনা নামে অভিহিত করা হয়। তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী, এই মহাবিশ্ব হল শিব ও মহাশক্তির দিব্যলীলা। তন্ত্রে যেসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতির বর্ণনা রয়েছে তার উদ্দেশ্যই হল মানুষকে অজ্ঞানতা ও পুনর্জন্মের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। পূরণের কিংবদন্তী অনুযায়ী ওই দুই অসুরের রক্ত মাটিতে পড়তেই তার থেকে আবার অজস্র অসুরের জন্ম হয়। ফলে যত অসুর নিধন হয়, ততোধিক অসুরের জন্ম হয়। তখন দেবী কালী প্রবল শক্তিবলে অসুরের রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই নিজের মুখ গহ্বরে শোষণ করে নেয়। সমস্ত অসুর বাহিনীর মুন্ড নিজের গলায় ধারণ করেন। তাই তিনি মুন্ডমালিনী। গবেষকদের ধারণা ৬০০ খ্রিস্টাব্দ বঙ্গে প্রথম কালী পূজা প্ চলিত হয়। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় যখন চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই তিথি মেনে এই পুজো করা হয়। লৌকিক সংস্কার অনুযায়ী দেবী কালীকে কোথাও শ্মশানকালী কোথাও ভবতারিণী কোথাও বা চামুন্ডা আবার কোথায় মুন্ডমালিনী রূপে পুজো করা হয়। পৌরাণিক মতে শাক্তরা তান্ত্রিক মতে কালীর পুজো করেন। তবে এখন অনেকেই বৈষ্ণব ও শৈবমতেও কলী পুজো করেন। আসলকথা দেবীর প্রতি অচল ভক্তি। তাহলেই দেবী তুষ্ট হবেন। জগতের সৃষ্টি হয়েছে কাল থেকে। কালের মধ্যেই সূর্য যেখানে ছাড়িয়ে পড়েছে তাপ। সমস্ত প্রাণীর কালের মধ্যেই ঐক্য আটকে আছে। কালের চোখ দিয়েই আমরা অতীত বর্তমান সমস্ত কিছু দেখা যায়। মহানির্বানতন্ত্র পুঁথিতি লেখা আছে মহাকালের রূপ মহাকালী। যেখানে সদাশিব দেবীকে বলেছেন, 'জগৎসংহারকারী মহাকাল তোমারই একটি রূপ। ধ্বংসের সময় কালে সমস্ত বিশ্বকে গ্রাস করে নেবেন। সমস্ত কিছু গ্রাস করেছেন বলেই এটাই হল মহাকাল। আর দেবী মহাকালকে গ্রাস করে নিচ্ছে তাই দেবী হলেন আদ্যাশক্তি। সৃষ্টির সময় বিশ্ব চরাচরে সেই মহাকালী রয়েছে আবার ধ্বংসের সময় ও থাকবে। দেবী ভাগবতের রচয়িতা ঋষি কালীস্তোত্র লিখতে বসে বললেন, সমস্ত বিশ্ব চরাচরে একমাত্র প্রলয় মা কালী তাকেই তিনি পুজো করেন। তান্ত্রিক সাধুরা বলেন মা কালী বর্ণ এবং মন্ত্রের সৃষ্টিকারী মাতা। তাই মায়ের নাম মাত্রিকা। জয়দ্রতমালা পুঁথিতে ডম্বরকালী, রক্ষাকালী, ইন্দীবর কালী, ধনকালী, রমণীকালী, ঈষাণকালী, জীবকালী, বীর্যকালী, প্রজ্ঞাকালী সপ্তার্ণকালীর নাম পাওয়া যায়। 'মা' কালী, পুরোপুরি বঙ্গজ দেবী। দেবী চামুণ্ডে, কালিকের 'করাল দংষ্ট্রারেখা' ছাপিয়ে তিনিও মা, 'শ্যামা মা'। কালী শ্যামা হয়ে উঠেছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণেরও প্রায় একশো বছর আগে, রামপ্রসাদের হাত ধরে। 'এ বার সাকার রূপে দেখা দাও মা, মূর্তি গড়ে তোমার অর্চনা করি'। মা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। বাংলায় কালী পুজোর প্রবর্তক বলা যায় নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে। তিনি তন্ত্রসাধক। কৃষ্ণানন্দের আগে বাংলায় তন্ত্রসাধনা ছিল বেশ একটা গা ছমছম ব্যাপার। কৃষ্ণানন্দ এসে মায়ের একটু নরম সরম শান্ত প্রশস্তির মুখ আঁকলেন। ভয়ংকরী কালীকে মা ভাবতে বাধ্য করলেন রামকৃষ্ণ। যুক্তিবোধ ভাসলো বিশ্বাসবোধে। অবিশ্বাস আর অস্তিত্বের সংকটের অন্ধকার কাটলো দীপাবলীতে। এমনকি বিবেকানন্দের দৌলতে, ইংরেজদের বিরুদ্ধেও লড়াইয়ে শক্তি জোগাতেন মা কালীই। মহাকালের বিজয়ীতা, মহাকালী। এ বাংলাতেও ইংরেজ আর জমিদারদের 'ঈশ্বর বা আল্লা শাস্তি দিবেন' গোছের মনোভাব দেখেই পিঠ বাঁচিয়ে চলছিল বাঙালি। মনের সে ভাব দূর করে নবজাগরণ আনলেন কালী সাধক রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বরে মা কালী পূজিত হন ভবতারিণী রূপে। মন্দিরের গর্ভগৃহে রুপোর তৈরি হাজার পদ্মের পাপড়ির ওপর রাখা আছে শায়িত শিব। তার বুকের ওপর দন্ডায়মান মা কালীর মূর্তি। একটি পাথর থেকে তৈরি হয় মা কালীর মূর্তি, যা ১৮৫৫ সালের ৩১ শে মে প্রতিষ্ঠিত হয়। বেঙ্গল রেনেসাঁর চাপে তাপে যখন বোধ যুক্ত মনন দ্বিধাগ্রস্ত, নতুন যুক্তি পথের সন্ধানী, তখন তাদের শেষ ধাক্কাটা দিয়ে একেবারে থামিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস। রামকৃষ্ণের কাছে এসে থামল যুক্তিবোধ। ঠাকুর সাফ জানিয়ে দিলেন, যুক্তি বোধ দিয়েই বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। যত মত, তত পথ। নতুন ভাবে ভক্তিভাবের জোয়ার বইল যে ঈশ্বরকে ঘিরে, তিনি কালী। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ বিশ্বাস আর যুক্তিবোধের দুর্দান্ত মিশেলে সংশয়ের আর কোনও জায়গাই রাখলেন না। এই বিশ্বাস ছিল বলেই অত্যাচারী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে 'জয় মা কালী' সামুচ্চারিত ধ্বনিই স্বদেশীদের লড়াইয়ের শক্তির যোগতো ।

'... মনে ভাসে যে ইনিই ভৈরবী যোগেশ্বরী': ওঙ্কারনাথদেব

উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে উভয়ের সাক্ষাৎকারের পর আনন্দময়ী মা প্রসঙ্গে সীতারামজী আশ্রম ত্যাগ করার সময়ে তাঁর এক সঙ্গীকে একথা বলেন।

আনন্দময়ী মা এবং সীতারমদাস ওঙ্কারনাথদেবের বেশ কয়েকবার দেশের বিভিন্ন আশ্রমে সাক্ষাৎকার ঘটে। সেগুলি মামুলি কোনও ঘটনা নয়। আধ্যাত্মিকতার জীবন্তবিগ্রহ হিসেবে আনন্দময়ী মা এবং শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের সাক্ষাৎকার এবং সে সময়ে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে উপস্থিত ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গের অনুভব যা পরবর্তীতে তাদের স্মৃতি থেকে প্রকাশিত ঘটনাগুলি ভক্তদের মনে আধ্যাত্মিকতার পথে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে থাকে।

১৮ আশ্বিন ১৩৭৮ তারিখে ভোরবেলা কিছু ফল গ্রহণের পর সঙ্গী সহ শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব ঋষিকেশ আশ্রম থেকে দেরাদুনে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে যান। খবর পেয়ে আনন্দময়ী মা বেরিয়ে এসে সীতারামদেবকে তাঁর ঘরে নিয়ে বসান। অতঃপর ভোগের ব্যবস্থা হওয়ায় আনন্দময়ী মা এবং সীতারামদাসদেবকে পাশাপাশি ভোগ প্রসাদ নিবেদন করা হয়। কিন্তু সীতারামদাসদেবকে রূপার বাসনে আহার পরিবেশন করায় সীতারামদেব বললেন, 'এতো কোনদিন ধাতুর বাসনে অন্ন নেয়নি।" মা মৌন থেকে, জনৈকা শিষ্যার হাতে লিখিয়া দিলেন -মা'র আবদার। কারণ সে সময় আনন্দময়ী মা মৌনব্রত পালনে নিরত ছিলেন। একথা জানতে পেরে সীতারামদেব অন্ন গ্রহণে রাজি হলেন। এরপর ভোজন শেষে আনন্দময়ী মা সীতারামদেব এবং তাঁর সঙ্গীদের একটি করে বস্ত্র দান করলেন। এরপরে মা আবার সীতারামদেবকে ফলমূল প্রদানের জন্য জনৈক শিষ্যাকে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলেন। সেগুলি সবই সীতারমাদেবের সঙ্গে দেওয়া হল। বিদায়ের পূর্বে সীতারামদেব 'মকার বাবা' বই থেকে মা'র বিষয়ক অংশ পড়িয়া সকলকে শুনাইলেন। এরপর সীতারামদেব বিদায় গ্রহণ করিলেন, গমন পথের দিকে আনন্দময়ী মা চেয়ে রইলেন। গাড়িতে উঠিয়া সীতারামদেব তাঁর এক সঙ্গীকে বলিলেন, 'একে মৌনকালে জানতে ইচ্ছা হয়, ইনি কে ? মনে ভাসে ইনিই ভৈরবী যোগেশ্বরী।'

এরপরের সাক্ষাৎকার হয় ২৬ বৈশাখ, ১৩৭৯

বেলা ১ টায় বিঠুর ত্যাগ করিয়া সীতারামদেব কানপুর পৌছান এবং সেখানে জয়পুরিয়া হাউসে আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যান। আনন্দময়ী মা তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সেখানে অবস্থান করছিলেন। উভয়ের দিব্য সাক্ষাৎকারের পরই আনন্দময়ী মা সীতারামদেবকে সংশ্লিষ্ট স্থানে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে

অনুরোধ জানান এবং বলেন, 'বাবা কি এই ছোট মেয়েটির একটি কথা রাখবেন না?' বহুবার অনুরোধের পরও কোনও ফল না হওয়াতে মা বললেন -'ছোট মেয়েটির স্বভাব আবদার করা, স্বভাবতই আবদার করছে। এবার তোমার ইচ্ছা তাই কর।" এরপর আনন্দময়ী মা সীতারামজীকে খানিকটা দুখ গ্রহণের জন্য বারবার অনুরোধ করলেন। কিন্তু সীতারামজী তা গ্রহণ করলেন না। শেষে এক গ্লাস গঙ্গাজল গুরুপ্রিয়া মা এনে দিলেন। সীতারামজী জল হাতে করে ভীড় ঠেলে বাইরে এসে জল পান করলেন। সকলের সাক্ষাতে বা সকলের সঙ্গে একাসনে তিনি জল পান করলেন না। একখানা চাদর সীতারামজীর অঙ্গে দিলেন গুরুপ্রিয়া মা।

পরের সাক্ষাৎকার ২৭ কার্তিক, ১৩৭৯

কনখলে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে ঋষিকেশ থেকে সীতারামজী সঙ্গীগণের সঙ্গে নামগান সহ আনন্দময়ী মায়ের দর্শনে যান। আনন্দময়ী মায়ের এক ভক্ত সীতারামজীকে আশ্রমের অভ্যন্তরে সাদরে নিয়ে গেলেন। খবর পেয়ে আনন্দময়ী মা তাড়াতাড়ি এসে সীতারামজীকে সাদর আহ্বান জানালেন। আনন্দময়ী মা বললেন, "উৎসবের শুভক্ষণে যখন এসেছ এ অতি সৌভাগ্যের কথা। কিছুক্ষণ কীর্তন ও প্রবচন হোক।" আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে এসময় 'সংযম সপ্তাহ' মহান ব্রত উদযাপিত হচ্ছিল। এসময় সীতারামজীকে তাঁর এক সঙ্গী সন্ধে ছ'টা বেজে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঋষিকেশে ফিরে ভোগ গ্রহণের কথা জানালেন।' একথা শুনে আনন্দময়ী মা সীতারামজীকে 'আশ্রমেই প্রসাদ গ্রহণের অনুরোধ করলেন।' সীতারামজী উত্তরে বললেন, 'আজ নয় অন্যদিন হবে।' এবার আনন্দময়ী মা জিজ্ঞাসা করলেন 'সেই শুভ দিন কবে হবে?' সীতারামজী তাঁর সঙ্গীকে ঋষিকেশ ত্যাগের দিন জানতে চাইলেন। সঙ্গী উত্তর দিলেন পরশু। ফলে পরের দিনই সীতারামজীকে আবার আশ্রমে এসে ভোগ গ্রহণের আব্দার জানালেন। এবার আর ওঙ্কারনাথজীর কোনও উপায় থাকল না, আনন্দময়ীর কথা মতো সংক্ষিপ্ত প্রবচন দান করে পৌনে তিনটে নাগাদ ঋষিকেশ আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। পরদিন ২৮ কার্তিক দুপুরে নয়জন সঙ্গী নিয়ে ওঙ্কারনাথজী আনন্দময়ীর আশ্রমে পৌছলেন। খোল করতাল সহ উচ্চকণ্ঠে হরিনাম সংকীর্তন হয়। আনন্দময়ী মা ওঙ্কারনাথজীকে নিয়ে গেলেন 'মহেশ্বর সৎসঙ্গ ভবনে'। সেখানে আনন্দময়ী মায়ের আব্দার মতো ওঙ্কারনাথজী বেদিতে অবস্থিত হয়ে আধ্যাত্মিক প্রবচন দিলেন। ওঙ্কারনাথজীর সঙ্গী কেশবকাকাকে মা বললেন- "শ্রীমুখের উপদেশ যেন সুধা ঝরে পড়ছে। তবে অধিকাংশ ভক্ত বাংলাভাষা না জানায় রসাস্বাদনে কিছু অসুবিধা হচ্ছে।" মায়ের এই অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে, ওঙ্কারনাথজী হিন্দিতে প্রবচন দান করলেন। আর মায়ের মহিমা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন-" অনন্ত নামের শক্তির সীমা পাইবার উঠতে বসতে, খেতে শুতে, হেলায় শ্রদ্ধায় কর নাম সংকীর্তন। হও পাপী, হও তাপী, হও না সে কেহ-পাপ যাবে, তাপ যাবে, শুদ্ধ হবে দেহ। শেষে নামী ভগবান দর্শন দান করবেন আর সব জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হবে।" পূজনীয়া মা এবং অগণিত ভক্ত শ্রোতা আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হলেন। মা ভাষণের পর ওঙ্কারনাথজীকে প্রসাদ গ্রহণের জন্য নিয়ে গেলেন। সসঙ্গী ওঙ্কারনাথজী পাশের ঘরে গিয়ে প্রার্থনা করালেন সকলকে। প্রার্থনা শেষ হলে সসঙ্গী ওঙ্কারনাথজী প্রসাদ গ্রহণ করলেন। এরপর ওঙ্কারনাথজীর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হল।

পরের সাক্ষাৎকার ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২

আনন্দময়ী মায়ের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কলকাতার উপকণ্ঠে আগরপাড়ায় এলেন ওঙ্কারনাথজী মায়ের ভক্তদের অনুরোধে। ওঙ্কারনাথজীকে কিছু বলতে অনুরোধ জানালেন আনন্দময়ী মা। ওঙ্কারনাথজী দেড়ঘণ্টাকাল নাম মহিমার বর্ণনা করলেন। এরপর আনন্দময়ী মা ওঙ্কারনাথজীকে কিছু প্রসাদ গ্রহণের অনুরোধ করলেন। কিন্তু অন্যস্থানে পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারিত থাকায় তিনি তাঁর অপারগতার কথা জানালেন। কিন্তু পরের দিনই আবার আগরপাড়া আশ্রমে আসার আব্দারে ওঙ্কারনাথজী সম্মত হলেন। পরদিন ১৩ জ্যৈষ্ঠ রাত্রে আগরপাড়া আশ্রমে এলেন ওঙ্কারনাথজী। অন্যদিকে আনন্দময়ী মায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে সীতারাম সন্তানগণ ওঙ্কারনাথ রচিত "দাস্য মধুর" নাটকের অভিনয় করছেন, রাত্রে বিদায়কালে ওঙ্কারনাথজী আনন্দময়ী মাকে জানালেন, -'মা, তুই মহামিলন মঠে অভিনয় দেখতে যাবি না? তোর জন্মতিথি উপলক্ষে ছেলেরা আনন্দ করে নাটক করছে- পাঁচ মিনিটের জন্য অন্ততঃ একটা দৃশ্যও দেখে আসবি।"

তথ্য সংকলন : সত্যব্রত কবিরাজ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আজও জনশ্রুতি আছে আরামবাগের মা দক্ষিণা কালীর কৃপায় মৃত জমিদার পুত্র জীবিত হন!

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

নিশি রাতে রায় জমিদারের দেওয়া মা দক্ষিণাকালীর মঙ্গল ঘট মাথা করে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আরামবাগের হামিরবাটির বাসিন্দা তারাচাঁদ সর্বেশ্বর। এই ঘটনা প্রায় ৪৫০ বছর আগের। জমিদার বাড়ির পুরোহিত ছিলেন তারাচাঁদ সর্বেশ্বর। পরে এই বংশ ভট্টাচার্য পরিবার নামে খ্যাত হয়। গরিব ভট্টাচার্য পরিবারে মা দক্ষিণা কালীরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও কোনও সময়ই মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি। ঘটে পুজোপাঠ হয়ে আসছে। মা কালীর মঙ্গল ঘট প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই মা কালীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে মা কালীর দুই পাশে শীতলা ও মা মনসার ঘট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাগ্রত মা কালীকে ঘিরে নানা জনশ্রুতি এখনও ওই এলাকার মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়। ভট্টাচার্য পরিবারেরই বর্তমান বংশধর তারানাথ ভট্টাচার্য জানান, এই মা দক্ষিণাকালী তাদের ছিল না। হামিরবাটির রায় জমিদারদের কাছ থেকে আনা হয়। মায়ের কৃপায় মৃত জমিদার জীবিত হয়ে উঠেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। জানা গেছে, রায় জমিদার বংশের একজন বংশধর মারা যায়। তারপর তার মা কাঙালীনি হয়ে যান। কান্নায় ভেঙে পড়েন। মা কালীর ভক্ত ওই মহিলার কাছে ওইদিন এক সন্ন্যাসীর উদয় হয়। ভিক্ষা স্বরূপ মৃত ছেলেকে ওই সন্ন্যাসীর হাতে তুলে দেন। সন্ন্যাসী তখন মা কালীর পুজোর ব্যবস্থা করতে বলেন। পুজোর ব্যবস্থা করেন জমিদার গিন্নি। পুজোপাঠের পর সন্ন্যাসী মৃত ছেলের মুখে পুজোর স্নান জল দেন এবং ফুল মাথায় দিয়েছেন। তারপরই বেঁচে ওঠে জমিদার পুত্র। জটাধারী সন্ন্যাসী মা কালীর দ্রুত হয়ে জমিদার বাড়িতে এসেছিলেন। ওই বাড়িতে সন্ন্যাসী দুধ ও খই খেয়েই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে জমিদার বাড়ির অনিয়মের জন্য তারাচাঁদ সর্বেশ্বরকে স্বপ্নাদেশ দেন মা কালী। একই ভাবে জমিদার বাড়ির কর্তাকেও স্বপ্নাদেশ দিয়ে ঘর ছাড়ার কথা বলেছিলেন। তাই তারাচাঁদ সর্বেশ্বরের হাতে নিশি রাতে মা কালীকে তুলে দেন রায় জমিদার। জানা গেছে, বিশেষ রীতি নীতি মেনে পুজো পাঠ হয়। পুজোর দিনে ও রাতে দুই বার পুজো হয়। দিনের বেলা পুজোপাঠের পর মা মনসা ও শীতলার ঘট পাশেই দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে রাখা হয়। তারপর রাতে বিশেষ পুজোপাঠ হয় মা দক্ষিণা কালীর। মায়ের পুজোতে চিংড়ি মাছ, মুলো শাক ভাজা ও মা কালীর নামে প্রতিষ্ঠিত পুকুর থেকে সবচেয়ে বৃহৎ আকারের দুটি মাছে অন্ন ভোগের সঙ্গে দেওয়া হয়। মাছ নিয়ে একটি অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। বংশধর তারানাথ ভট্টাচার্যের দাবি, একবার পুকুরের জল একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। পুজোর আগের দিন গ্রামের চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন মাছ কিভাবে আসবে। হঠাৎ করেই পুজোর আগের দিন রাতে বৃষ্টি হয় এবং পুকুরের সামান্য জল জমে যায়। সেই জলেই জাল ফেলা হয় মা কালীর নাম করে। তারপরই অলৌকিকভাবে দুটি বৃহৎ আকারের রুই মাছ ওঠে। আরও অনেক বার ওই সামান্য জলে জাল ফেলা হলেও কোনও মাছ ওঠেনি। ছাগবলির প্রচলন থাকলেও রান্না করে মায়ের কাছে ভোগ নিবেদন করতে হয় এবং ভক্তদের মাটিতে বসেই সেই অন্ন ভোগ খেতে হয়। এমনটাই জানান বংশধর শচীকান্ত ভট্টাচার্য ও বর্তমান কুলবধূ কৃষ্ণা ভট্টাচার্য। সবমিলিয়ে এখনও রীতি মেনে মা দক্ষিনা কালীর পুজোপাঠ হয়ে আসছে আরামবাগের হামিরবাটির ভট্টাচার্য পরিবারে।

কালীপুজো জ্বরে কাঁপছে বারাসাত তাক লাগাতে প্রস্তুত পুজো উদ্যোক্তারা

সুমন তালুকদার ● বারাসাত

মণ্ডপসজ্জায় চলছে শেষ তুলির টান। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। কালীপুজো শুরুর আগেই বারাসাতের মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীরা ভীড় জমাতে শুরু করেছে। এক কথায় বলতে গেলে কালীপুজো জ্বরে কাঁপছে বারাসাত। একে অন্যকে তাক লাগাতে প্রস্তুত পুজো উদ্যোক্তারা। বারাসাতের পুরনো পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম রেজিমেন্ট ক্লাব। তাদের এবারের মণ্ডপসজ্জা উঠে এসেছে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরের রাজবাড়ি। রাংতার কাজ ও অভিনব আলোকসজ্জা দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে। বারাসাতের নবপল্লি বয়েজ স্কুলের মাঠে আমরা সবাই বিগত বছরের মত এবারেও নজর কেড়েছে। তাদের মণ্ডপসজ্জায় উঠে এসেছে ইলোরার কৈলাশা মন্দির। বারাসাতের সন্ধানীর ক্লাবও এবার দর্শনার্থীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। তাদের নিবেদন ইন্দোনেশিয়ার বালির হ্রদের মধ্যে মন্দির। কংক্রিটের পিলারের উপর লোহার ব্রিজের উপর দিয়ে হেঁটে মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে। থাকছে সৃজনশীল আলোকসজ্জা। কেএনসি রেজিমেন্ট এর থিম ত্রিদেব। এবার তারাও বিশেষ নজর কাড়বে। নবপল্লি ব্যায়াম সমিতি প্রতিবারের মতো এবারেও তাদের প্রতিমাতে নজর কাড়বে। নপাড়া, কালীবাড়ি মোড়ে রাইজিং স্টার, কিশোর স্পোর্টিং ক্লাবের থিমে উঠে এসেছে আন্দামান ও জারোয়া সম্প্রদায়ে জীবন। বারাসাত টাকি রোড়ের কালিকাপুর শতদলের থিম ইলোরায় শ্যামা কালীমা। নপাড়া ছাত্র সংঘ যুববৃন্দ এর চমক হাজার হাতের কালী প্রতিমা। বারাসাত বালকবৃন্দ স্পোর্টিং ক্লাব তাদের মণ্ডপসজ্জায় ফুটিয়ে তুলেছে বুর্জ খালিফা। বারাসাত নবপল্লি অ্যাসোসিয়েশন এবার বদ্রীনাথ মন্দিরের অনুকরণে তাদের মণ্ডপসজ্জা তৈরি করেছে। বারাসাত পাইওনিয়ার পার্কে পুজো মণ্ডপের থিম হ্যারি পটারের জাদুনগরী। বারাসাতের বিদ্রোহী ক্লাবের মণ্ডপসজ্জায় রয়েছে প্যারিসের স্টাচু অফ লিবার্টি।

উত্তর ২৪ পরগনা বাগদা বয়রাপুর নন্দপুর গ্রামের মসজিদে গ্রামের উদ্যোগে মরহুম পীর আল্লামা আবু ইব্রাহিম মোঃ ওবায়দুল্লাহ সিদ্দিকী রহঃ এর স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন হাফেজ সাইফুদ্দিন সাহেব, অটো এলাকার ইমাম মাওলানা মোঃ নুর ইসলাম সাহেব এবং ফুরফুরা দরবার শরিফ থেকে হুজুর কেবলার দীর্ঘদিনের ছায়া সঙ্গী মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালিম। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সভায় হাজির ছিলেন।

পুরুলিয়ার সেরা মৌতড়ের মা বড় কালী পুজোয় ভিড় সামাল দিতে কড়া নিরাপত্তা

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

রাজ্যের অন্যতম তথা পুরুলিয়ার সেরা মৌতড়ের মা বড় কালী পুজো আজ। জেলার সব থেকে বড় কালীপুজো মৌতড়ের মা বড় কালীর পুজোর দিকে নজর জেলার এমনকী পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডের বহু ভক্তের। এই কালীপুজোর বৈশিষ্ট্য হল বলিদান। এখানে পুজোর রাত থেকে শুরু হয় বলি। চলে পরের দিন দুপুর পর্যন্ত। পাশাপাশি সারা বছর ধরে মায়ের নিমিত্তে ছাগ, ভেড়া, বলিদান করা হয়ে থাকে এই মৌতড়ের কালী মন্দিরে। কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের শতাব্দী প্রাচীন মৌতড় কালীমন্দির সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সারা মৌতড় ঘিরে সাজো সাজো উল্লাস। উচ্ছ্বসিত দর্শনার্থীরা। এই পুজো রাজ্যের অন্যতম তথা জেলার সব থেকে বড় প্রাচীন পুজো। জনশ্রুতি রয়েছে, সাধক শোভারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এখানকার পুজো শুরু হয়। নতুনভাবে কালীঘাট দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আদলে কয়েক বছর আগে মন্দির তৈরি হওয়ায় মৌতড় গ্রামের এই পুজো

অন্য মাত্রা পেয়েছে। মৌতড় ষোলোআনা, উৎসব কমিটি ও গ্রামের তরুণ সংঘের মিলিত উদ্যোগে এই মন্দির সংস্কার হয়েছে। বিভিন্ন জনশ্রুতিতে

ভরা এই পুজোয় শুধু জেলারই নয়, আশেপাশের জেলা থেকে পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে বহু ভক্ত এখানে পুজো দিতে আসেন। ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকর্মীদের। তবে ঠিক কত বছর আগে এই পুজোর শুরু হয় তার সঠিক হিসাব নেই উদ্যোক্তাদের কাছে। তবে এলাকার জনশ্রুতি ও মৌতড় গ্রামের পুজো নিয়ে লেখা কিছু বইতে উল্লেখ করা তথ্য অনুযায়ী, কয়েক শতাব্দী আগে গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের জামাই সাধক শোভারাম বন্দ্যোপাধ্যায় মৌতড় গ্রামে কালীপুজো শুরু করেছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা তথা লোকগবেষক সুভাষ রায় বলেন, মৌতড় গ্রামের কালীপুজো ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্যের অভাব রয়েছে। তবে জানা যায় বর্ধমানের বাসিন্দা, শোভারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন মৌতড় গ্রামের বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যর। শোভারাম মৌতড় গ্রামেই থেকে গিয়েছিলেন। সাধক প্রকৃতির শোভারাম দিনে-রাতে এলাকার শ্মশানে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। পঞ্চমুণ্ডির আসন

প্রতিষ্ঠা করে তিনি পুজোপাঠ শুরু করেন। পরে ওই জায়গাতেই মন্দির গড়ে ওঠে। তন্ত্রমতে সিদ্ধ এই পঞ্চমুণ্ডির আসনটি বর্তমানে মন্দিরের নীচে রয়েছে বলে দাবি পুজো উদ্যোক্তাদের। বহু চর্চিত পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ ব্লকের মৌতড়ের মা বড় কালীপুজো। এই পুজো নিয়ে এলাকায় কম জনশ্রুতি নেই। এই পুজো হয় কার্তিক মাসের অমাবস্যায়। দুর্গা পূজার বিজয়া দশমীর পরদিন থেকে সাধারণত শুরু হয়ে যায় এই পূজার প্রস্তুতি।

ভারতবর্ষে সংবিধান আজ বিপন্ন: নারায়ণ গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কারণে ভারতবর্ষে সংবিধান আজ বিপন্ন। সংবিধান রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের মানুষ লড়াই করছে। কিন্তু বিজেপি জাতি দাঙ্গা বাধিয়ে বিভাজন করার চেষ্টা করছে বলে। তাই বিজেপি মুক্ত ভারত চাই। এজন্য সারা ভারতের মানুষ তাকিয়ে আছে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে। দেগঙ্গা ব্লক ১ তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনিতে একথা বলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। এদিন দেগঙ্গার কার্তিকপুরে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করে দেগঙ্গা এক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। নারায়ণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি আনিসুর রহমান বিদেশ, বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানসহ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণ গোস্বামী বলেন, বিজেপির মতো এমন সরকার আমরা দেখিনি। রাজনীতিতে ভিন্নতা থাকবে। বহুত্ববাদ থাকবে।

মদ্যপ যুবকদের হাতে আক্রান্ত সেনা জওয়ান ও তার পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুজোর ছুটিতে এসে দুষ্কৃতীদের হামলায় আক্রান্ত হলেন মালদার এক সেনা বাহিনীর জাওয়ান। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার কলাবাগান এলাকায়। এই হামলার পর গুরুতর জখম সেনা জাওয়ানকে রাতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এই ঘটনার পর দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হতেই পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের খোঁজ শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, আহত সেনা জওয়ানের নাম ষষ্ঠী মন্ডল (৪০)। তিনি ভারতীয় সেনার আর্মার্ট ব্রিগেড জম্মু-কাশ্মীরে কর্মরত। পুজোর ছুটিতে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এদিন রাতে ষষ্ঠীবাবু এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে বেশ কিছু মদ্যপ যুবক তাদের আত্মীয়দের ওপর চড়াও হয়ে মারধর শুরু করে। বচসাও শুরু হয়। ঘটনায় তাদের হাত থেকে আত্মীয়দের বাঁচাতে যায় সেই সময় দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়ে সেনা জাওয়ান। এরপর থেকে অভিযোগ তোলার জন্য লাগাতার হুমকি দিচ্ছে ওই সেনা জওয়ান ও তার পরিবারকে। কার্যত গৃহবন্দি অবস্থায় রয়েছে জাওয়ান পরিবার।

জেলা তৃণমুলের সহ সভাপতি শুভময় বসু বলেন, পুলিশ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে নিশ্চয় তদন্ত করছে। কারণ সেনা কর্মীরা আমাদের দেশের। স্বাভাবিকভাবেই তার ওপর যদি কোনও অন্যায় ঘটনা ঘটে থাকে পুলিশ অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে। কারণ দেশের সম্মান যে রক্ষা করে তার রক্ষা করার দায়িত্ব তৃণমূলের।

পোদ্দার প্রোজেক্টস লিমিটেড
CIN: L51909WB1963PLC025750
১৮ রবীন্দ্র সরণি পোদ্দার কোর্ট ১০ম তল কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং : ০৩৩-২২২৫০৩৫২/৪১৪৭ **ইমেল:** investors@poddarprojects.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
চলতি কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,৩৩৭.৮০	১,৭৮৩.৩৪	১,৫৪৭.৫৩	৩,১২১.১৪	২,৬৮৩.২২	৫,৯৪৯.৫২
কার্যাদি থেকে লাভ [+]/ক্ষতি [-] ব্যতিক্রমী এবং কর পূর্ব	২৯৭.৩৬	৩৮০.৯৭	১৬৯.৪২	৬৭৮.৩৪	২৭৮.৬৭	৭৮৯.২২
কার্যাদি থেকে লাভ [+]/ক্ষতি [-] কর পূর্ব চলতি কার্যাদি থেকে	২৯৭.৩৬	৩৮০.৯৭	১৬৯.৪২	৬৭৮.৩৪	২৭৮.৬৭	৭৮৯.২২
চলতি কার্যাদি থেকে লাভ [+]/ক্ষতি [-] সময়কালের জন্য	২৬১.১৯	২৭৪.৯৯	৩১৫.৯৯	৫৪৬.৯২	৩৯৭.৯৩	৫৯৫.৬৯
মোট ব্যাপক আয়						১১.৮৬
চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫
অন্যান্য ইক্যুইটি						১৬,৩১৯.৮৩
শেয়ার প্রতি আয় ১০/- টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়) চলতি এবং অচলতি কার্যাদি থেকে						
মৌলিক (টা.)	৮.৭৮	৯.২৫	১০.৬৩	১৮.৩৯	১৩.৩৮	২০.০৩
মিশ্রিত (টা.)	৮.৭৮	৯.২৫	১০.৬৩	১৮.৩৯	১৩.৩৮	২০.০৩

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হওয়ার পর **১১ নভেম্বর, ২০২৩** তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদন করা হয়েছে।

২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.poddarprojects.com -তেও পাওয়া যাবে।

৩. কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস, ২০১৫ এরঅ ধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস) এবং এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিধি অনুসারে ফলাফলগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪. বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিভাগ নিশ্চিত করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়ের চিত্রটি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ/পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
পোদ্দার প্রোজেক্টস লিঃ -র পক্ষে
স্বা/-
অরুন কুমার পোদ্দার
(চেয়ারম্যান)
DIN : 01598304

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১.১১.২০২৩

শ্রাইদুস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
(পূর্বতন ভিসিকে ক্যাপিটাল মার্কেট সার্ভিসেস লিমিটেড)
CIN : L67190WB1983PLC035658
রেজি. অফিস : মেসার্স মঙ্গলম হাউজিং ডেভলপমেন্ট ফিনান্স লিমিটেড, ২৪ এবং ২৬ হেমন্ত বসু সরণি আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
কর্পোরেট অফিস : ১০৭, সাগর এভিনিউ, বাটার উপরে এসভি রোড, অন্ধেরি (পশ্চিম), মুম্বই - ৪০০০৫৮
ইমেল আইডি : vckmarket@gmail.com **ওয়েব :** www.shrydus.com **মোবাইল :** ৯৮২১৯১০৯২৯

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত

(লাখ টাকায়, প্রতি শেয়ার তথ্য ব্যতীত)

ক্রম নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত			ছয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে	২১৫.২৫	২৬৯.০৭	৩০৭.৪৫	৪৮৪.৩২	৩০৭.৪৫	৯২৮.৯৩
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা কর পূর্ব)	১৮.৩২	৫.২৯	৭.৩৯	২৩.৬১	৭.৪৫	২৮.৯২
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১৮.৩২	৫.২৯	৭.৩৯	২৩.৬১	৭.৪৫	২৮.৯২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১৮.৩২	৫.২৯	৭.৩৯	২৩.৬১	৭.৪৫	২৮.৯২
৫	লাভ/(ক্ষতি) চালু কাজ থেকে	১৮.৩২	৫.২৯	৭.৩৯	২৩.৬১	৭.৪৫	২৮.৯২
৬	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের (লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় (কর পরবর্তী) সংযুক্ত	১৮.৩২	৫.২৯	৭.৩৯	২৩.৬১	৭.৪৫	২৮.৯২
৭	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১২০১.৩৮	১২০১.৩৮	৯০৫.৮৮	১২০১.৩৮	৯০৫.৮৮	৯০৫.৮৮
৮	সংরক্ষণ (পূনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশিট অনুযায়ী	-	-	-	-		-
৯	শেয়ার পিছু আয় (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
ক	মূল এবং মিশ্র ইপিএস সংশ্লিষ্ট সময়ের চালু এবং বন্ধ কাজ থেকে	০.১৫	০.০৪	০.০৮	০.২০	০.০৮	০.৩৩
খ	মূল এবং মিশ্র ইপিএস সংশ্লিষ্ট সময়ের চালু কাজ থেকে	০.১৫	০.০৪	০.০৮	০.২০	০.০৮	০.৩৩
গ	মূল এবং মিশ্র ইপিএস সংশ্লিষ্ট সময়ের কাজ বন্ধ সময় থেকে	০.১৫	০.০৪	০.০৮	০.২০	০.০৮	০.৩৩

দ্রষ্টব্য :
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। কোম্পানির তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

শ্রাইদুস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
(শ্রে প্রেমল পারেখ)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন - ০৮৫১৩৬৫৩

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৯ নভেম্বর, ২০২৩

সতীর ৫১ পীঠের অন্যতম তমলুকের বর্গভীমা মন্দির আজও জাগ্রত

নিজস্ব প্রতিবেদন, তমলুক: সতীর ৫১ পীঠের অন্যতম পীঠ হল তমলুকের দেবী বর্গভীমার মন্দির। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে খন্ডিত হয়ে সতীর বাম পায়ের গোড়ালি পড়েছিল এই শহরে। আর সেই থেকেই তাম্রলিপ্ত নগরীতে গড়ে উঠেছে দেবী বর্গভীমার মন্দির। যা আজও পূর্ণ মহিমায় জাগ্রত। তমলুকে ধুমধাম করে কালীপুজো হলেও দেবী বর্গভীমা অনুমতি না নিয়ে এখনো কোনো পুজো শুরু হয় না। দেবীর ৫১টি সতীপীঠের অন্যতম পীঠ হল তমলুকের বর্গভীমা মন্দির। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় কয়েক হাজার প্রাচীন মন্দির ছিল। কিন্তু সেসব আজ করানগর্ভে ধ্বংসস্তূপে গ্রাস করেছে। তবে আজও তমলুকের দেবী বর্গভীমার মন্দির মানুষের কাছে পূর্ণ মহিমায় জাগ্রত। প্রাচীন পুরাণে বর্ণিত আছে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে খন্ডিত হয় সতীর দেহের বিভিন্ন অংশ। আর সেই সব অংশ যেখানে যেখানে পড়েছে সেখানেই তৈরি হয়েছে দেবীর একটি করে পূর্ণ জাগ্রত মন্দির। আর সেই মতোই বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে খন্ডিত হয়ে সতীর বাম পায়ের গোড়ালি পড়েছিল প্রাচীন এই তমলুক শহরে। আর সেখানেই গড়ে উঠেছে পূর্ণ জাগ্রত এই দেবী বর্গভীমার মন্দির। জেলা-সহ জেলার বাইরের মানুষের বিশ্বাস দেবী বর্গভীমার কাছে এসে কোনো কিছু প্রার্থনা করলে দেবী নাকি তা ফেরান না। আর এইসব বিশ্বাস মেনেই বছরের প্রত্যেক দিন ভিড় জমে তমলুকের এই মন্দিরে। ব্যক্তিগত বা কোনো সংস্থার কোনো শুভ কাজ অনুষ্ঠিত হলে প্রথমে দেবী বর্গভীমাকে পুজো দেওয়ার রীতি রয়েছে এখানকার। আর সেই রীতি মেনেই দেবী বর্গভীমাকে পুজো দিয়েই শুরু হয় তমলুকের বড় থেকে ছোট সমস্ত কালীপুজোর। আজও কালীপুজোর দিন সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে পুজো দেওয়ার ভিড় জমে দেবী বর্গভীমা মন্দিরে। যত সময় না দেবীর কাছে পুজো দেওয়া সমাপ্ত হয় ততসময় কোনো কালী পুজোরই সূচনা হয় না। এই নিয়ম শুধু তমলুক শহরের নয়, তমলুক শহরের পাশাপাশি আশেপাশের নন্দকুমার, মহিষাদল, কোলাঘাট, চৈতন্যপুরের কালীপুজোর সংস্থাগুলি দেবী বর্গভীমাকে পুজো না দিয়ে শুরু হয় না কালীপুজোর। দেবীর সতীপীঠের এই বর্গভীমা মন্দিরে দেবী সারাবছর ভিন্ন ভিন্ন রূপে পূজিত হন। কখনও দুর্গা, কখনও কালী, আবার কখনওবা জগদ্ধাত্রী রূপে পূজিতা হন দেবী বর্গভীমা। তবে এখানকার দেবী যেহেতু কালী রূপে অধিষ্ঠিত রয়েছেন তাই প্রতিবছর কালীপুজোর দিনগুলিতে দেবীকে সাজানো হয় রাজবেশে। নতুন কাপড় ও স্বর্ণালঙ্কারে নতুন রাজবেশে সেজে ওঠেন দেবী বর্গভীমা। বছরের প্রত্যেকদিনই দেবীর জন্য থাকে শোল মাছের বিশেষ ভোগ। যা কালীপুজোর দিনেও ব্যতিক্রম হয় না। কালীপুজোর দিন শোল মাছ সহ নানা পদে সাজানো হয় দেবীর ভোগ। কথিত আছে, সতীর গোড়ালি এখানে পড়ার পর স্বয়ং বিশ্বকর্মা নাকি নির্মাণ করেছিলেন এই মন্দিরের। কিন্তু তমলুকবাসীর বিশ্বাস তৎকালীন তমলুকের ময়ূরবংশীয় রাজাই নির্মাণ করেছেন এই মন্দিরের। জেলার ইতিহাসের বইগুলি ঘাটলে জানা যায় এই মন্দির তৈরি নিয়ে রয়েছে দ্বিমত। কারোর কারোর মতে, প্রাচীন ময়ূরবংশীয় রাজা তাম্রধ্বজের সময় রাজা একজন ধীবরকে শোল মাছ ধরতে পাঠান। ধীবর মাছ ধরতে না পারায় রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। এরপর কোনোরকম জেলে জঙ্গলে পালিয়ে যায় এবং সেখানে ভীমাদেবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেখানে দেবী একটি কূপের জল ছিটিয়ে মাছগুলোকে বাঁচিয়ে তোলেন। এভাবে ধীবর প্রত্যেকদিন জ্যান্ত মাছ রাজার কাছে নিয়ে যাওয়ায় রাজা কৌতূহলী হয়ে ধীবরকে কারণ জানতে চায়। এরপর ধীবর সমস্ত কিছু বলায় কূপের ইতিহাস প্রকাশ্যে আশে। আর এর জেরে কূপিত হয়ে দেবী পাথরের মূর্তি ধারণ করেন। আর সেখানে রাজা তাম্রধ্বজ কিছু না পেয়ে পাথরের মূর্তির ওপরেই তৈরি করেন এই মন্দির। আবার কারোর মত, ধনপতী নামে এক বণিক বণিজ্যে যাওয়ার পথে তমলুকে নোঙর করেন এবং সেখানে একজনকে সোনার পাত্র বয়ে নিয়ে যেতে দেখেন। এরপর বণিক জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন একটি কূপের জলের স্পর্শে নাকি সব পেতল সোনা হয়ে যায়। বণিক তা পরীক্ষা করেও দেখেন। এরপর তিনি যখন ফিরে আসেন তখন এই মন্দির নির্মাণ করেন। আর এই দ্বিমত নিয়েই আজকের এই বর্গভীমা মন্দির। ৬০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট বৌদ্ধ ধর্মের স্থাপত্যের ধাঁচে গড়ে ওঠা সতী পীঠের অন্যতম এই পীঠ।

সংশোধনী

গত ১১.১১.২০২৩ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড -এর ''৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল''-এ সর্বশেষে ডানদিকে পর্ষদের আদেশানুসারে এনপিআর ফিনান্স লিমিটেডের পক্ষে ''পবন কুমার টোডি'' -এর পদটি এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর -এর পরিবর্তে ''ম্যানেজিং ডিরেক্টর'' পড়তে হবে। ভুল প্রকাশের জন্য দুঃখিত।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
Where service is a way of life

পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, ভবানীপুর শাখা
৭৩ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০২৫
ইমেল : c0377@psb.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) **ঋণগ্রহীতা : মনোজ গুপ্তা** পিতা রাম প্রসাদ গুপ্তা **জামিনদাতা : শ্রীমতি বেবি গুপ্তা** স্বামী মনোজ গুপ্তা খ) **ভবানীপুর শাখা**	ক) সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি প্রেমিসেস বসবাসের ফ্ল্যাট দ্বিতীয় তলে, দক্ষিণে পিছনের অংশে মৌজা- সাহাপুর, প্রেমিসেস নং ৪০/২, এস এন রায় রোড, থানা-বেহালা, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১১৮, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০০৩৮, পরিমাণ ৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া। খ) স্বত্ব দলিলের বিস্তারিত : বিক্রয় দলিল ১-১৯০১-০১৯৮৫/২০১৭ তারিখ ০৩.০৪.২০১৭, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস বেহালা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া কে এম সি সড়ক, দক্ষিণে : রমা পালের ভবন, পূর্বে : প্রদীপ সেনগুপ্তর ভবন, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া কে এম সি সড়ক এবং বিনয় চ্যাটার্জির ভবন সমন্বিত।	**ক) ০১.০৮.২০২৩ খ) ০৯.১১.২০২৩ গ) ১৫,২৩,৭২০.০০ টাকা (পনের লাখ তেইশ হাজার সাতশো কুড়ি টাকা) টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ০৯.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

আউশগ্রামের বিধায়কের বিরুদ্ধে এফআইআর তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: দলের বিধায়ক তথা জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে খুনের হুমকি দেওয়ায় এবার আউশগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থাণ্ডারের বিরুদ্ধে আউশগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন আউশগ্রাম ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি উজ্জ্বল পাল। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসায় জেলা জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে এবং আবাস যোজনা ও সড়ক যোজনায় কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বাংলার বঞ্চনার প্রতিবাদে গত ৫ নভেম্বর পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের গুসকরায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন হয়। সেই সম্মেলনের

আয়োজন করেছিলেন আউশগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থাণ্ডার। সাংবাদিক সম্মেলনের সময়েই বিধায়ক ও আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল নেতা শেখ আব্দুল লালনের কথোপকথন ভাইরাল হয়।

ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে অভেদানন্দ থাণ্ডারকে বলতে শোনা যায়,' রবি আসুক তাতে আমার বয়ে গেল, রবি এলেও এখানে ভোট করে দিয়ে যাবে নাকি? আসবে না তো বটেই। ও আসবে না, অসিতও আসবে না। অসিত ফোন করেছিল। আর যদি আসে, প্রচার করে,তা হলে তরকারিতে লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে শালাকে মেরে দেব।' যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা। আর এই বিষয়ে অভেদানন্দ থাণ্ডারের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

অন্যদিকে অভিযোগকারী উজ্জ্বল পালের দাবি, এই ঘটনায় গোটা আউশগ্রামের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। যে ভাবে একজন ঠিকাদারের সঙ্গে বিধায়ক অভেদানন্দ থাণ্ডার জেলা সভাপতিকে খুনের চক্রান্ত করেছেন, তাতে যে কোনও মুহূর্তে আউশগ্রামে সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই অবিলম্বে ওই বিধায়কের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি জানিয়ে দলের নির্দেশে তিনি এফআইআর দায়ের করেছেন। তাঁরা বিধায়কের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় সুর চড়িয়েছে বিজেপি। বিজেপির বোলপুর জেলা কমিটির সহ-সভাপতি সুশান্ত বিশ্বাস জানিয়েছেন, তাঁরাও ওই বিধায়কের কঠোর শাস্তি দাবি করছেন। তিনি যদি তাঁর দলেরই জেলা সভাপতিকে খুনের চক্রান্ত করতে পারেন, তা হলে সাধারণ মানুষ যখন তখন বিপদে পড়বে।

কাঁকসার রেলপাড়ে ৩ জনের দেহ উদ্ধারে ক্রমশই ঘনীভূত রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার রেলপাড়ে ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ক্রমশই রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। শনিবার সকাল থেকেই গোটা এলাকা জুড়ে রয়েছে থমথমে পরিবেশ। শনিবার সকালে ঘটনাস্থলের পাশেই রাস্তার ধারে স্থানীয়রা দু' জোড়া ব্যবহৃত হ্যান্ড গ্লাপস দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার কাঁকসার রেলপাড়ে সারদাপল্লি এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। যার মধ্যে রয়েছে ওই বাড়ির মেয়ে সিমরন বিশ্বকর্মা, তাঁর দিদিমা ও তাঁর আত্মীয় এক ভাই। জানা গিয়েছে, সিমরনের মা ও বাবা বড় মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ৩জনেই ছিলেন। একই বাড়ির বাউন্ডারির মধ্যে পাশেই থাকেন তাঁর কাকা-কাকিমা।

সিমরনের কাকিমা রিঙ্কি বিশ্বকর্মার দাবি, প্রায় ৩ বছর ধরে সিমরনের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের কোনও কথা নেই। তিনি জানান, শুক্রবার সকাল ৮টা নাগাদ হেলমেট পরে এক যুবক বাড়ির ভিতর ঢোকেন। সিমরন তাঁর হাত ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে যান। তারপরে তিনি আর কিছু দেখেননি। তবে বেলাবাড়ার পরে তিনি মৃতদেহ দেখতে পান। একই সঙ্গে প্রতিবেশীদের চিৎকার শুনে তিনি বাড়ির বাইরে বের হন।

শ্বাসরোধ করেই ৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান করছেন তদন্তকারী দলের আধিকারিকরা। শনিবার সকাল থেকেই গোটা এলাকা জুড়ে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। এলাকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের ও বেশ কিছু বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশ। শনিবার কাঁকসা থানায় মৃত সিমরনের মাকে ডেকে পাঠানো হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ।

সিমরনের মা থানা থেকে বেরিয়ে জানান, তাঁর মেয়ের প্রায় ৩বছর আগে বিয়ে হয়। কিন্তু বর্তমানে সেই বিয়ে ভেঙে ডিভোর্সের কেস চলছে কোর্টে। তাঁর মেয়ের সঙ্গে অমন তেওয়ারি নামের ওই এলাকার এক যুবকের প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। অমন এই ঘটনা ঘটাতে পারে বলে সিমরনের মায়ের অনুমান। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিমরনের প্রেমিক অমন তেওয়ারিকে কাঁকসা থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

৮০০ বছরের পুরনো পুজোর ভোগে বলির পাঁঠার মাংস

নজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আজ থেকে প্রায় ৮০০ বছর আগেকার ঘটনা। তখন হুগলি জেলার পাণ্ডুয়ার সিমলাগড়ের এলাকা চারিদিকে জঙ্গল ছিল, জনবসতি খুব কম ছিল। সেখানে তখন ভট্টাচার্য বাড়িতে মা কালীর পূজা হত। একদিন রাতে মা কালী ভট্টাচার্য পরিবারে স্বপ্নাদেশ দেন, 'আমি এখানে আর থাকতে পারছি না, তোরা আমাকে শ্মশানে রেখে আয়।' সেই স্বপ্নাদেশ পেয়ে ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্যরা মা কালীকে শ্মশানে রেখে আসেন এবং সেখানে হোগলা তালপাতা দিয়ে একটি মন্দির মতো করে দেন।

আরও জানা গেল সেই সময় সিমলাগড় এলাকায় ডাকাতদের ঘাটি ছিল রঘু ডাকাত, বিশে ডাকাত সেখানে রাজ করত। তারপর থেকে ভট্টাচার্য পরিবারের লোকেরা সেই সময় শ্মশানে গিয়ে মায়ের পুজো দিতেন। সকালে বিকেলে তাঁরা ভয়ে ভয়ে কোনও রকম পুজো দিয়ে আসতেন ভট্টাচার্য পরিবারের এক সেবাইত রোজ পুজো দিতেন। সেই সময় ডাকাতরা নরবলি দিত বলে শোনা যায় । একদিন ভট্টাচার্য

পরিবারের এক সদস্য টোল পণ্ডিত পুজো দিয়ে টোলে যেতেন, একদিন তিনি সকালে পুজো দিতে গিয়ে দেখেন, একটি মুণ্ডুকাটা মানুষ পড়ে আছেন। তিনি ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসেন এবং ফাঁকা মাঠ দিয়ে যাওয়ার সময় স্বয়ং মা কালী তাঁর সামনে এসে বলেন, 'তুই আমার পুজো দিতে যা আজ থেকে এখানে নরবলি বন্ধ। মন্দিরে যারাই থাকুক কেউ তোদের ক্ষতি করতে পারবে না তোরা রোজ দু'বেলা পুজো দিবি।' তারপর তিনি আবার মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে শ্মশানের সেই অস্থায়ী মন্দিরে পুজো দেন।

ভট্টাচার্য পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মায়ের পুজো চলছে। এক সময় এখানে উত্তমকুমার, সত্যজিৎ রায়, সন্ধ্যা রায় এখানে এসে পুজো দিতেন ও অনেক অনেক নেতা মন্ত্রী, খেলোয়ার, চিত্র তারকারা পুজো দিতে আসতেন। যাঁরা নতুন গাড়ি কেনেন বাইরের রাজ্য থেকে এখানে সেই নতুন গাড়ি নিয়ে মায়ের কাছে পুজো দিয়ে যান মাকে আর ১০৮ রকমের ব্যঞ্জন সহ ভোগ দেওয়া হয়। ৬০-৭০ টি পাঠা বলি হয়। পুকুর থেকে রুই, কাতলা মাছ ধরে মায়ের ভোগ দেওয়া হয়। পাঠা বলির মাংস রান্না করে মাকে দেওয়া হয়। কালীপুজোর দিন ভোরবেলা থেকে পুজো দেওয়ার লাইন পড়ে।

কালীক্ষেত্র সোনামুখীর অন্যতম প্রাচীন পুজো হট্‌নগর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলার 'কালীক্ষেত্র' হিসেবে পরিচিত বাঁকুড়ার প্রাচীন পুরশহর সোনামুখী। অন্যতম হট্‌নগর কালী। সারা বছর এখানে নিত্যপুজো হলেও কার্তিকেয় অমাবস্যায় তিথি মেনে বিশেষ বাৎসরিক পুজো হয়।

সোনামুখীর অন্যান্য প্রাচীন পুজোগুলির মতো হট্‌নগর কালীকে নিয়েও অনেক লোককথা প্রচলিত আছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় লোক কথা হল, সোনামুখীর তারিণী সূত্রধর নামে এক বৃদ্ধা প্রতিদিন জঙ্গল পথ পেরিয়ে পায়ে হেঁটে মাথায় ঝুড়িতে করে বড়জোড়ার নিরশা গ্রামে চিঁড়ে বিক্রি করতে যেতেন। সেই চিঁড়ে বিক্রি করে পাওয়া ধান নিয়ে তিনি আবারও পায়ে হেঁটেই সোনামুখী ফিরে আসতেন। প্রায় দিনই লালপাড় শাড়ি পরা একটি ছোট্ট শ্যামাঙ্গি মেয়ে তাঁর সঙ্গে সোনামুখী আসার জন্য বায়না করত। নিরুপায় তারিণী সূত্রধর তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে সম্মত হলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর ওই ছোট্ট মেয়েটি বলে, সে আর হাঁটতে পারছে না। তাকে কোলে নিতে। কিন্তু মাথায় আর কোলে ধানের ঝুড়ি আর বস্তা থাকায় বৃদ্ধা তার অসহায়তার কথা বললে, শ্যামাঙ্গি একরত্তি মেয়ে তার মাথার ঝুড়িতেই চাপার কথা বলে। নিরুপায় তারিণী সূত্রধর তাই করেন।

পরে তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন, ওই মেয়ে তো নেই। তার বদলে রয়েছে দু'টি পাথর। ভয় পেয়ে তিনি সেই পাথর দু'টিকে তুলসীতলায় রেখে দেন। সেদিন রাত্রেই বৃদ্ধা তারিণী সূত্রধর স্বপ্নাদেশ পান, 'আমার পুজোর ব্যবস্থা কর। পাড়ার আঁকড় গাছের নীচে আমাকে রেখে আয়। আমি মা কালী, তোর ভার বইতে যাতে কোনও কষ্ট না হয় তাই এই পাথর রূপে এসেছি।' সেই সময় ছোঁয়াছুঁয়ি আর জাতপাতের ঘটনা এতটাই তীব্র ছিল পুরোহিত পুজো করতে অস্বীকার করেন। পরে তিনিও স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো করতে রাজি হন। স্বপ্নাদেশে স্থানীয় জমিদার গিন্নি কাদম্বরী দেবী মন্দির নির্মাণের জন্য একখণ্ড জমি ও পুজো পরিচালনার জন্য কিছু জমি দেন। তখন থেকেই এই পুজো এলাকার মানুষ পরিচালনা করছেন।

প্রাচীন সেই প্রথা মেনে আজও সূত্রধররাই কেবল ঘট আনার অধিকারী। এই ঘট সারা বছর মন্দিরে রেখে পুজো করা হয়। পরের বছর বাৎসরিক পুজোর সময় সেই ঘট বিসর্জন দিয়ে নতুন ঘট আনা হয়। হট্‌নগর কালীর নামকরণ নিয়ে এলাকায় দ্বিমতও রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, 'হট্ যোগে' এক যোগী এখানেই সিদ্ধিলাভ করেন। তাই এমন নামকরণ। আবার কেউ কেউ বলেন, মা কালী হঠাৎ নগরে এসেছিলেন। তাই হট্ নগর কালী নামকরণ হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মা কালীর নির্দেশে যে আঁকড় গাছের নীচে পাথর দু'টি রাখা হয়েছিল সেই গাছ আজও আছে। আশ্চর্যের বিষয় সেই গাছে কোনও কাঁটা নেই। এমনকি গাছের আদি মূলের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। আর পাথর দু'টি আজও সেই আঁকড় গাছের নীচে রেখে পুজার্চনা করা হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় পাথর দু'টি ঋতুভেদে রং পরিবর্তন হয়। পুজো কমিটির সম্পাদক দেবমাল্য হালদার জানান, হট্‌নগর কালীর পুজো উপলক্ষে এলাকা উৎসবের চেহারা নেয়। হট্‌নগর কালীকে এখানে গ্রাম্য দেবী হিসেবেই পুজো করা হয়ে থাকে। নানান অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রথা মেনে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আগের দিন এখানে কয়েক হাজার মানুষকে খিচুড়ি খাওয়ানো হয় বলেও তিনি জানান।

কৃষ্ণ-কালীর ভোগে ইলিশ, সুরে বাঁশি

বনস্পতি দে ● হরিপাল

শ্রীপতিপুরে কৃষ্ণরূপী কালীমূর্তি পুজো করা হয়। নেই পশুবলির কোনও প্রচলন। দেবীকে ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় ইলিশ মাছ। দেবী তৃপ্ত হন বাঁশির সুরে।

বাংলা ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে বটকৃষ্ণ অধিকারী স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেবীর পুজো শুরু করেছিলেন। কুলীন বৈষ্ণব বাড়ির সন্তান ছিলেন বটকৃষ্ণ। সংসারের প্রতি মন ছিল না তাঁর। এক সাধকের কাছে শ্মশানে গুরু দীক্ষা নিয়েছিলেন বটকৃষ্ণ। ছেলের সংসারে মন নেই বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি বিয়ে দিয়ে দেন তাঁর মা-বাবা। কিন্তু গোপনে মা কালীর আরাধনা চালিয়ে যেতে থাকেন বটকৃষ্ণ। আজ থেকে ৭৩ বছর আগে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু করেন তিনি।

এখানকার মা কালী মূর্তির গায়ের রং সবুজ। বটকৃষ্ণবাবু

চাষবাসের পাশাপাশি শ্মশানে গিয়ে বাঁশি বাজাতেন। পরে আস্তে আস্তে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের দিকে পা বাড়াতে থাকেন। শুরু করেন শ্মশান সাধনা। পরে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে লোকচক্ষুর আড়ালে নিজের ঘরে ঘটে মা কালীর আরাধনা করতে শুরু করেন। পরে দেবীর স্বপ্নাদেশ পান ঘটপুজো বন্ধ করে মূর্তি পুজো করার। বৈষ্ণব হওয়ার কারণে মূর্তি পুজোয় ছিল পরিবারের তীব্র আপত্তি। ফের কৃষ্ণ ও কালীর সংমিশ্রণে তৈরি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো করার জন্য স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন বটকৃষ্ণ। এরপরই ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে রটন্তী চতুর্দশীর দিন থেকে এই পুজোর শুরু। কৃষ্ণকালী রূপের দেবীকে প্রতিদিন শোনানো হয় বাঁশির সুরেলা শব্দ। বিশেষ বাম আচারে তন্ত্রমতে পুজো করা হয় দেবীর। পরিবারের বর্তমান সদস্য বলেন, 'অধিকারী পরিবারের কাছে কৃষ্ণ ও কালী, দুইয়ে মিলে এক হয়ে গিয়েছে। আজ থেকে ৭৩ বছর আগে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বটকৃষ্ণ অধিকারী এই পুজোর প্রচলন করেন। দেবীর গলায় কণ্ঠির মালা রয়েছে, কপালে আঁকা বৈষ্ণব তিলক। পুজোতে কোনওরকম বলি হয় না। দেবীকে ইলিশ মাছ দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়।'

আসাম এনট্রেড লিমিটেড

CIN: U20219WB1985PLC096557

রেজিঃ অফিস: ১৬ তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩ ওয়েবসাইট: www.assamentrade.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

[এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) -এর পরিপ্রেক্ষিতে]

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত অর্ধ বর্ষ		সমাপ্ত বর্ষ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত অর্ধ বর্ষ		সমাপ্ত বর্ষ
		৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৪৬.১৮৫	১৯৫.৫৯	১৭১.০১	৩৪১.৭৮	২৭৬.৪৮	৬৩৬.৫২	১৪৬.৩১	১৯৫.৭২	১৭১.৩১	৩৪২.০৩	২৭৬.৯১	৬৩৭.১৯
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পূর্ব#)	৫২.২১৫	৫৫.৪০	৫৪.৬২	১০৭.৬২	৬৫.৪২	১১৮.৭৪	৫২.৩৪	৫৫.৩৭	৫৪.৮৯	১০৭.৭১	৬৫.৫৫	১১৮.৯০
৩	সময়কালের জন্য কর পূর্ব নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	৫২.২১৫	৫৫.৪০	৫৪.৬২	১০৭.৬২	৬৫.৪২	১১৮.৭৪	৫২.৩৪	৫৫.৩৭	৫৪.৮৯	১০৭.৭১	৬৫.৫৫	১১৮.৯০
৪	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	৩৯.০২৭	(৪.৭৮)	৫০.৭০	৩৪.২৫	৫৮.৬৭	১৪৮.৭০	১৩.১৯	(৪.৮১)	৫০.৯৪	৮.৩৮	৫৮.৭৭	১৪৮.৮২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]	৩৯.০২৭	(৪.৭৮)	৫০.৭০	৩৪.২৫	৫৮.৬৭	১৪৮.৭০	১৩.১৯	(৪.৮১)	৫০.৯৪	৮.৩৮	৫৮.৭৭	১৪৮.৮২
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩.৯৮০	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)*	-	-	-	৫,৬৬৯.০৩	৫,৩৭৫.১১	৫,৬৩৩.৭৪	-	-	-	৫,৯৭৭.৮০	৫,৯৫৯.৯৬	৫,৯৪৩.৫৬
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মূল ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	২.৭১১	(০.৩৩)	৩.৫২	২.৩৮	৪.০৮	১০.৩২	২.৭৪	(০.৩৩)	৩.৫৩	২.৪১	৪.০৮	১০.৩৪
	মিশ্রিত ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	২.৭১১	(০.৩৩)	৩.৫২	২.৩৮	৪.০৮	১০.৩২	২.৭৪	(০.৩৩)	৩.৫৩	২.৪১	৪.০৮	১০.৩৪

* রিজার্ভের মধ্যে রয়েছে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম যা উভয় বছরে ৬২২.৭০৫ লক্ষ টাকা।

দ্রষ্টব্য:

১ উপরোক্তটি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.assamentrade.com)-তে।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/- (নিশান্ত গুপ্তা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর DIN: 00326317

স্থান : কানপুর
তারিখ : ১১.১১.২০২৩

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড

CIN: L27120WB1947PLC015767

রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দঃ), কলকাতা-৭০০০৪৬

ইমেল: kkg@hul.net.in ফোন নং : ৪০৫৫-৬৮০০

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	২৪৪.০৪	-	৫৫৮.৩৬	-	-	-	২৪৪.০৪	-	৫৫৮.৩৬	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৭৩৯.১৩	(২৫.৫৮)	২৯৭.০৭	৭১৩.৫৫	২১০.২৩	৪৯৮.৬৫	(৩৩.২০)	(২৫.৫৮)	(৮৯.১০)	(৫৮.৭৮)	(১৭৫.৯৪)	১১২.৪৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	৭৩৯.১৩	(২৫.৫৮)	২৯৭.০৭	৭১৩.৫৫	২১০.২৩	৩,২৪৫.০৬	১,৪১৯.২৮	১,২৩৩.৮৪	৮৬৬.৯৮	২,৬৫৩.১২	১,৭৩৬.৯৬	১০,৩৪৭.৭২
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	৭৩৯.১৩	(২৫.৫৮)	২৯৭.০৭	৭১৩.৫৫	২১০.২৩	৩,২৪৪.৯৩	১,৪১৯.২৮	১,২৩৩.৮৪	৮৬৬.৯৮	২,৬৫৩.১২	১,৭৩৬.৯৬	১০,৩৪৭.৫৯
মোট আনুপুঙ্খিক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) সন্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় করের পরে)	৭৪১.১০	(৫২.৪১)	২৯৬.৮৯	৭০৯.৬৯	২০৯.০৯	২,৭৬৬.১৪	১,২৪৩.৪৮	১,৪০৮.২৭	৪৬৯.৯৩	২,৬৭২.৫৬	৮৮৯.১৮	৯,৫৬৬.৮৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০
পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	১১,২১৩.৪৮	-	-	-	-	-	৪২,০০৭.২৪
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি ও অচলতি কার্যাদির জন্য)	১১.৯৩	(০.৭৫)	৪.৭৯	১১.৫২	৩.৩৯	৪৪.৬৭	২২.৯১	১৯.৫৮	১৪.০০	৪২.৮৩	২৮.০৪	১৫৯.৩২

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.hul.net.in)-তেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে ও জন্য
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০ নভেম্বর, ২০২৩

উমা এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN: L14109WB1988PLC043934

রেজিস্টার্ড অফিস : গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট ২৮/১, শেক্সপীয়র সরণি, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৭

ওয়েবসাইট: www.umaexports.net.in; ইমেল: cs@umaexports.net.in; ফোন নং : ০৩৩ ২২৮১১৩৯৬ / ১৩৯৭

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০-০৯-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৬-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১-০৩-২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৬-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১-০৩-২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	২৬,০৮৪.২৬	৩০,১৮৪.৭৩	৩২,১৪১.৫৪	৫৬,২৬৮.৯৭	৬৬,৫৮১.৮৯	১,৪৩,৪৩৩.৫১	২৮,৫৮৪.০৬	৩২,৩৬৯.৮৫	৩৩,৭৩৭.০২	৬০,৯৫৩.৯১	৬৯,০০৬.৮৮	১,৪৮,৮২৫.৭৬
২	ত্রৈমাসিক / বর্ষের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	২৮.০৮	৭৬.১৩	১,০৪৩.৭৫	১০৪.২১	১৫৪১.০৭	৩,৫৮৩.৬৩	৩৩.৬	৭৮.৯৫	১,০৭৩.২৭	১১২.৫৫	১৫৯৫.০৫	৩,৭১৫.৪০
৩	কর পূর্ব ত্রৈমাসিক / বর্ষের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৮.০৮	৭৬.১৩	১,০৪৩.৭৫	১০৪.২১	১৫৪১.০৭	৩,৫৮৩.৬৩	৩৩.৬	৭৮.৯৫	১,০৭৩.২৭	১১২.৫৫	১৫৯৫.০৫	৩,৭১৫.৪০
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৭.৬৩	৫৪.৪৫	৭৭০.১৯	৮২.০৮	১,১৪০.৯৩	২,৬৭০.৪৪	৩৩.১৫	৫৭.২৭	৭৯৯.৭১	৯০.৪২	১,১৯৪.৯১	২,৮০২.২১
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [(লাভ/ (ক্ষতি) সন্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	২৪.৬৪	৪৯.২২	৭৭২.৪০	৭৩.৮৬	১,১৪২.২৭	২,৬৮২.৯৫	৪৮.৭২	৪৯.৩৫	৮৫৫.৬৫	৯৮.০৭	১,২৭৯.০৯	২,৯১৮.৪৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮
৭	পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	১৩,৩২৩.৪১	-	-	-	-	-	১৪,৬০৪.৪৪
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কাজকর্মের জন্য) -												
	মৌলিক	০.০৮	০.১৬	২.২৮	০.২৪	৩.৩৭	৭.৯০	০.১০	০.১৭	২.৩৭	০.২৭	৩.৫৩	৮.২৯
	মিশ্রিত	০.০৮	০.১৬	২.২৮	০.২৪	৩.৩৭	৭.৯০	০.১০	০.১৭	২.৩৭	০.২৭	৩.৫৩	৮.২৯

দ্রষ্টব্য :

ক) উপরোক্তটি এসইবিআই (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইট যথা http://www.umaexports.net/ -তে।

খ) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছিল এবং ১১ নভেম্বর, ২০২৩ -এ অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং রেকর্ডে নেওয়া হয়েছে।

গ) সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)) রেগুলেশনস ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে প্রয়োজনীয় সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির অডিটরগণ সম্পন্ন করেছে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
রাকেশ খেমকা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00335016

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১ নভেম্বর, ২০২৩

অভিষেকের পথেই দিল্লি অভিযানে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী

তিরুঅনন্তপুরম, ১১ নভেম্বর: সিপিএমেরই কেরল নেতৃত্ব এবার অভিষেকের পথ ধরে দিল্লি অভিযানে নামতে চলেছে। বাংলার মতো কেরলেরও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বহু টাকা বকেয়া। অঙ্কটা প্রায় ৫৮০০ কোটি টাকা। কেরল সরকারের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার এই প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করেও সুরাহা হয়নি। শেষে বাধ্য হয়ে দিল্লি অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেরল সিপিএম।

সূত্রের খবর, জানুয়ারির গোড়ার দিকে সব সাংসদ-বিধায়কদের একত্রে নিয়ে দিল্লি অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। তাতে আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে রাজ্যের কংগ্রেস সাংসদ ও বিধায়কদেরও। যদিও সিপিএমের অভিযোগ রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্বও এ নিয়ে নীরব। সিপিএমের প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, রাজ্যের সাংসদ-বিধায়করা দিল্লিতে গিয়ে ধর্নায় বসবেন। তবে, অভিযানের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

উল্লেখ্য, ১০০ দিনের কাজ থেকে আবাস যোজনা, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলার প্রাপ্য মেটানোর দাবি নিয়ে এ মাসের গোড়ায় অভিষেক যে দিল্লি অভিযান করেছিলেন, তাতে নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্র। একপ্রকার বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, কেন্দ্র সব অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশ বলছে, অভিষেকের ওই কর্মসূচিই অনুপ্রেরণা বিজয়নের।

হরিয়ানায় বিষমদ খেয়ে প্রাণ গেল ১৯ জনের

চণ্ডীগড়, ১১ নভেম্বর: বিষমদ পান করে মৃত্যুর অভিযোগ উঠল হরিয়ানায়। কমপক্ষে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় সাত জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে এক জন কংগ্রেস নেতা এবং অন্য জন জননায়ক জনতা পার্টির এক নেতার পুত্র। শনিবার এই ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এসেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, যমুনানগরে মান্দেবাড়ি, পাঞ্জেতো কা মজরা, ফুসগড় এবং সরন গ্রামে মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। অম্বালা জেলাতেও মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিষাক্ত মদ খেয়েই মৃত্যু বলে অভিযোগ উঠেছে।

এই ঘটনায় মৃত এক বৃদ্ধের পুত্র রণবীর বলেছেন, 'গত রাতে মদ্যপান করে আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে। উনি মাদকাসক্ত ছিলেন। কিন্তু কম পরিমাণে মদ্যপান করতেন।' এই ঘটনায় মদ বিক্রেতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা। সাত জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে মদ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে তাঁরা ভীত বলে দাবি করেছেন স্থানীয়দের একাংশ। এক গ্রামবাসীর কথায়, 'ভীত সন্ত্রস্ত আমরা। যদি প্রতিবাদ করি, তা হলে আমাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে।'

পুলিশ আরও জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার আম্বালায় মদ্যপান করে মৃত্যু হয়েছে উত্তরপ্রদেশের দুই পরিযায়ী শ্রমিকের। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সুরাতে ট্রেন ধরতে গিয়ে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত ১

সুরাত, ১১ নভেম্বর: উৎসবের মরশুমে ছিল ঘরে ফেরার তাড়া। শুক্রবার থেকে ট্রেনের জন্য গুজরাতের সুরাত স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন বহু মানুষ। ছিল পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিড়ও। শনিবার ট্রেন আসতেই তৈরি হয় চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। যার জেরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ১ জনের। আহত বহু।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, দীপাবলি ও ছটপুজো উপলক্ষে ট্রেন ধরার জন্য ভিড় করেছিলেন বহু মানুষ। ঘরে ফেরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন বহু পরিযায়ী শ্রমিক। সকলের গন্তব্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য। ট্রেন স্টেশনে ঢুকতেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় তাতে ওঠার জন্য। কেউ কেউ ট্রেনের জানালা দিয়েও ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। তৈরি হয় চরম বিশৃঙ্খলার। যার জেরে মৃত্যু হয় ১জনের। ধাক্কাধাক্কিতে অজ্ঞান হয়ে যান অনেকে। আহত হন বেশ কয়েকজন। এই ঘটনার পর অসুস্থ ও আহতদের জন্য দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পাঠানো হয় হাসপাতালে। সেখানে আহতদের সঙ্গে দেখা করতে যান রেল প্রতিমন্ত্রী তথা সুরাতের সাংসদ দর্শনা জারদোশ।

জানা গিয়েছে, উৎসবে মরশুমে স্টেশনের এই ভিড় নিয়ে চিফ পিআরও সুমিত ঠাকুর জানিয়েছেন, 'উৎসবের এই মরশুমের কথা মাথায় রেখে পশ্চিম রেলের পক্ষ থেকে ৪৬ জোড়া বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে। এই ট্রেনগুলোতে ৭ লক্ষেরও বেশি যাত্রী যাতায়াত করছে। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সুরাত স্টেশনে ১৬৫ জনের কাছাকাছি আরপিএফ ও জিআরপি জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে।'

দিওয়ালিতে সীমান্তে জওয়ানদের সঙ্গে কাটাবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর: দেশজুড়ে দিওয়ালি পালনের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। বহুবারই আলোর উৎসব পালন করতে সীমান্তরেখার কাছাকাছি যেতে দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, এবারও সেনার সঙ্গে দিওয়ালি পালন করবেন মোদি। জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে সেনার ১৯১ ব্রিগেডের সঙ্গে উৎসবে মাততে রবিবার সেখানে যাচ্ছেন তিনি। গত বছর কার্গিলে সেনা জওয়ানদের সঙ্গে দিওয়ালি পালন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগে ২০২১ সালের দিওয়ালিতে তিনি ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের নৌশেরা সেক্টরে। ২০১৯ সালে রাজৌরি জেলা ও ২০১৮ সালে উত্তরাখণ্ডে উৎসব পালন করতে দেখা গিয়েছিল মোদিকে। আর এবার আখনুরে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর।

সেনার সঙ্গে দীপাবলি পালন করার সময় মোদিকে দেখা যায় সেনারই পোশাক পরতে। জওয়ানদের সঙ্গে উৎসব পালনের পাশাপাশি দেশবাসীকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে নানা বার্তাও দেন তিনি। এবার তার অন্যথা হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। আগামী বছরই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে সেনার সঙ্গে দিওয়ালি পালনের সময়ও যে মোদি এমন বার্তা দেবেন, মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ডাল লেকে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, পুড়ল একাধিক হাউজবোট

শ্রীনগর, ১১ নভেম্বর: দাউ দাউ করে আগুন জ্বলল শ্রীনগরের ডাল লেকে। পর্যটকদের পছন্দের জায়গা ডাল লেকে শনিবার ভোরে আগুন লাগে। একটি পর্যটন হাবে আগুন লাগে বলে সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে জানা গিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে হাউসবোট। কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে বলে দাবি। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।

দমকল সূত্রে খবর, শনিবার ভোর ৫টা ১৫ মিনিট নাগাদ ডাল লেকে ৯ নম্বর ঘাটের কাছে আগুন লাগে। আগুনে পুড়ে গিয়েছে কমপক্ষে পাঁচটি হাউসবোট এবং তিনটি ঘর। কী কারণে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পর্যটকদের কাছে বরাবরই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে ডাল লেক।

বহু পর্যটকই ডাল লেকে হাউসবোটে থাকেন। সেই হাউসবোটে অগ্নিকাণ্ডে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে। ক'দিন আগেই কাশ্মীরে মরশুমের প্রথম তুষারপাত হয়েছে। এই খুশির মধ্যেই ভূ-স্বর্গে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বিগ্ন পর্যটকদের একাংশ।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার পথে উত্তরাখণ্ড

দেরাদুন, ১১ নভেম্বর ঘোষণাটা হয়েছিল ২০২২ বিধানসভা নির্বাচনের আগেই। ভোটে জিতে আসার পর জোরকদমে কাজ শুরু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। অবশেষে প্রতিশ্রুতিমতোই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার পথে উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার। দেশের প্রথম রাজ্য হিসাবে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে উত্তরাখণ্ড।

আগামী সপ্তাহেই উত্তরাখণ্ড বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি। সরকারি সূত্রের খবর, বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংক্রান্ত বিল পাশের উদ্দেশ্যেই ওই অধিবেশন ডাকা হচ্ছে। সব ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি পাশ হয়ে যাবে। এবং দেবভূমিতেই প্রথম সব ধর্মের জন্য একরকম সামাজিক আইন চালু হয়ে যাবে। সূত্রের খবর, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির যে খসড়া তৈরি হয়েছে, তাতে বহুবিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্ককে আইনিভাবে নথিভুক্ত করার বিধান রাখা হচ্ছে। বিজেপি বলছে, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হলে সামাজিক সৌহার্দ্য বজায় থাকবে। লিঙ্গবৈষম্য দূর হবে। মহিলারা শক্তিশালী হবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এর ফলে সংবিধানের মূল ভাবধারা বজায় থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী ধামি আগেই বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টও বারবার অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে সওয়াল করেছে। সেই রায় মতোই তাঁর সরকার পদক্ষেপ করছে।

কাশ্মীরে সন্ত্রাসে ৮৫ কোটির আর্থিক মদতে অভিযুক্ত পুলিশকর্তা

শ্রীনগর, ১১ নভেম্বর: সন্ত্রাসে আর্থিক মদত দেওয়া একটি চক্রকে ধরে ফেলল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির তদন্ত সংস্থা 'স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এসআইএ)'। এসআইএ-র হাতে ধরা পড়া ওই চক্রটি ৮৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে তা জঙ্গিদের হাতে পৌঁছে দিয়েছিল বলে অভিযোগ। এই চক্রের সঙ্গে কাশ্মীর পুলিশের এক পুলিশকর্তা এবং শ্রীনগরের এক ব্যবসায়ী জড়িত ছিলেন বলেও সন্দেহ তদন্তকারীদের। ইতিমধ্যেই পুলিশের ওই উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে।

এসআইএ বুধবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে ২২টি জায়গায় অভিযান চালিয়ে এই চক্রটিকে ধরে ফেলে। শুক্রবার সকালে শ্রীনগর, পুলওয়ামা এবং অনন্তনাগ জেলার ১০টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। অভিযান চলাকালীন সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত বহু সামগ্রী উদ্ধার করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ বৈদ্যুতিন যন্ত্র রয়েছে।

সন্ত্রাসে আর্থিক মদত দেওয়ার অভিযোগ তুলে অগস্ট মাসে একটি মামলা দায়ের হওয়ার পর তদন্তে নেমেছিল এসআইএ। তদন্ত সংস্থার মতে, সাম্প্রতিক কালে জঙ্গিদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা এত বড় চক্র পুলিশের জালে ধরা পড়েনি।

শুক্রবার সকালে শ্রীনগর, পুলওয়ামা এবং অনন্তনাগ জেলার ১০টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়।

এসআইএ একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'এটি জঙ্গিদের আর্থিক মদত দেওয়ার একটি মামলা। যেখানে ৮৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গোপন মাধ্যমে সেই টাকা জঙ্গিদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সেই টাকা কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।'

সন্ত্রাসে আর্থিক মদত দেওয়া এই চক্রের সঙ্গে দুবাইযোগ থাকতে পারে বলেও মনে করছেন তদন্তকারীরা।

স্বস্তি নওয়াজ শরিফের, তোষাখানা মামলায় বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ

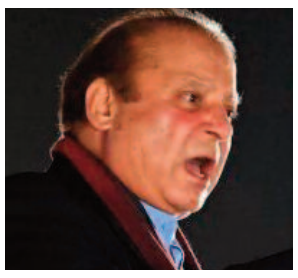

ইসলামাবাদ, ১১ নভেম্বর: পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের আগে স্বস্তি পেলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। এবার ইসলামাবাদের এক আদালত নির্দেশ দিল তোষাখানা মামলায় নওয়াজের যে সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তা ফিরিয়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য, তোষাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ২০২০ সালে নওয়াজ শরিফের বহু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল জমি, দামি গাড়ি থেকে শুরু করে স্থানীয় ও বিদেশি ব্যাঙ্কে রাখা অর্থ। গাড়িগুলির মধ্যে একটি ল্যান্ড ক্রুজার ও দুটি মার্সিডিজ ছিল। এবার সম্পত্তি নওয়াজকেই ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ আদালতের। প্রসঙ্গত, ইমরান খান গদিচ্যুত হওয়ার পর নওয়াজের ভাই শাহবাজ ক্ষমতায় এলেও গত ১৩ অগস্ট প্রধানমন্ত্রিত্বে ইতি টানেন তিনি। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সরকার ভেঙে দেন শাহবাজ। এরপরেই ইমরানকে টক্কর দিতে প্রত্যাবর্তন ঘটে ৭৩ বছরের নেতার।

ভারত-কানাডার দ্বন্দ্বের মধ্যেই কানাডায় নিহত কুখ্যাত গ্যাংস্টার, সঙ্গে মৃত্যু ১১ বছরের ছেলের

ওটায়া, ১১ নভেম্বর: খলিস্তানি তৎপরতা নিয়ে ভারত-কানাডা দ্বন্দ্বের মধ্যেই কানাডায় নিহত কুখ্যাত 'হাই প্রোফাইল' গ্যাংস্টার। এডমন্টন শহরে প্রকাশ্যে দুপক্ষের 'গ্যাংওয়ারে' নিহত হয়েছেন ওই শিখ ব্যক্তি। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর ১১ বছরের ছেলেরও। মাঝে খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের ঘটনায় ভারতের দিকে আঙুল তুলেছিল কানাডা সরকার। নয়া হত্যাকাণ্ডে র'-এর ছায়া দেখছে অনেকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত গ্যাংস্টারের নাম হরপ্রীত সিং উপ্পল (৪১)। বৃহস্পতিবার বিকেলে এডমন্টন শহরের একটি গ্যাস স্টেশনের সামনে হামলা হয় হরপ্রীতের উপরে। একটি গাড়িতে ছিলেন হরপ্রীত, তাঁর ছেলে এবং ছেলের এক বন্ধু। আততায়ীরা চোখের নিমেষে কুখ্যাত দুষ্কৃতী এবং তাঁর ছেলেকে গুলিতে ঝাঁঝড়া করে পালিয়ে যায়। অক্ষত ছেলের বন্ধু। পুলিশের দাবি, জেনে বুঝেই হরপ্রীতের ছেলেকেও খুন করা হয়েছে।

এক পুলিশকর্তার দাবি, এতদিন গ্যাংওয়ারে পরিবারের উপরে, বিশেষত শিশুদের উপর হামলার চল ছিল না। ইদানীং সেই সীমারেখা লঙ্ঘন করছে দুষ্কৃতীরা। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। জানা গিয়েছে, নিহত দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে মাদক পাচার, বেআইনি অস্ত্র মজুত-সহ একাধিক মামলা রয়েছে। বিসি গ্যাংয়ের সদস্য ছিল উপ্পল। একদিন আগেই বিসির প্রতিপক্ষ ইউএন গ্যাংগের সদস্য আরেক কুখ্যাত দুষ্কৃতী পরমবীর চাহিল গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন। বদলা নিতেই উপ্পল হত্যা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। এর পরেও রহস্য ঘনাচ্ছে জঙ্গি খতমের ঘটনায়।

প্রসঙ্গত, খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যার ঘটনার পর থেকে ভারত-কানাডা দ্বন্দ্ব চূড়ান্তে পৌঁছেছে। দিল্লি সমঝে দিয়েছে কানাডাকে, বিদেশে বসে ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলবে না, জঙ্গি তথা দুষ্কৃতীদের রেয়াত করা হবে না। এই বিষয়ে কানাডা সরকারকে বারবার ব্যবস্থা নিতে বলে হতাশ ভারত। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে অনেকেই হাই প্রোফাইল গ্যাংস্টারের হত্যার নেপথ্যে র-এর ছায়া দেখছে।

গাজায় বাড়ছে খাদ্য ও জলের সংকট

জেরুজালেম, ১১ নভেম্বর: গত মাসের ৭ই অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধের মধ্যে খাদ্য সংকট আরও বাড়ছে। খাবারের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়েছে। এক গ্যালন জলের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় নাগরিকদের। জাতিসংঘের বেশিরভাগ মানবিক সহায়তা কেন্দ্রের বাইরে সারিবদ্ধভাবে একই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে পাঁচ সন্তানের জননী সুজান ওয়াহিদিকে জাতিসংঘের একজন সাহায্য কর্মীকে বলতে শোনা গেছে- আমার বাচ্চারা কাঁদছে। তারা ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত। জল নেই, তাই বাথরুম ব্যবহার করতে পারছি না। উল্লেখ্য, গাজায় হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। উত্তর গাজা থেকে পালিয়ে আসা হাজার হাজার মানুষ এখন দক্ষিণ গাজায় খাদ্য ও ওষুধের সংকটের সম্মুখীন।

উত্তর গাজায় রোজ ৪ ঘণ্টার জন্য অভিযান বন্ধ রাখল ইজরায়েল

গাজা, ১১ নভেম্বর: হামাস-ইজরায়েল সংঘর্ষ শুরুর পর কেটে গিয়েছে এক মাসেরও বেশি সময়। এই ৩৫দিনে বার বার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নাকচ করেছে ইজরায়েলি সরকার। এবার গাজাবাসীর স্বার্থে কিছুটা সুর নরম করল ইজরায়েল। উত্তর গাজায় রোজ ঘণ্টা চারেকের জন্য অভিযান বন্ধ রাখতে রাজি হয়েছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স। ওই সময়ের মধ্যে গাজাবাসীরা 'মানবাধিকার করিডর' দিয়ে পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেমন যেতে পারবেন, তেমনই বন্দিদের মুক্তির জন্যও ওই সময়টুকু ব্যবহার করা যাবে।

ইজরায়েলের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র জন কিরবি। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ইজরায়েল সেনার এই সিদ্ধান্ত প্রথম হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। তবে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আরও একবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, চার ঘণ্টার এই সময়সীমাকে যুদ্ধবিরতি ভাবলে ভুল

হবে। হামাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের লড়াইয়ে কোনও ছেদ পড়বে না। চার ঘণ্টার ওই সময়টুকু শুধুই গাজার নিরীহ, অসামরিক সাধারণ মানুষের জন্য। তা-ও আবার একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য।

এনিয়ে নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই যেমন চলছে, চলবে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যাতে নিরাপদ আশ্রয়ে, গাজার বাসিন্দারা চলে যেতে পারেন, তাই শুধুমাত্র তাঁদের কথা ভেবে কিছুটা সময় দেওয়া হয়েছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইজরায়েল কোনওভাবেই গাজা দখল বা নিয়ন্ত্রণ করার দাবি জানাবে না। এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কোনও মতবিরোধ হয়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি।

Rishra Gram Panchayat
Vill.+P.O.: Bamunari, P.S.: Dankuni, Dist.- Hooghly, PIN- 712250

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 1 no. development work vide **NIT No.: 009/e-NIT/RIS/2023-24, Date: 09.11.2023. Fund: SFC.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **09.11.2023 at 18:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date (Online): **17.11.2023 up to 11:00 Hrs.** Date of Opening of Technical & Financial Bid (Online): **21.11.2023 at 11:00 Hrs.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Rishra Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER

1. **e-Tender Reference No- WBBDR/P-1/098/1201/EO/2022-23 Dated-10/11/2023. Tender ID: 2023_ZPHD_603681** has been floated Construction of (Litchpit, silt Chamber & Tube well platform) at difference place at Jahannagr G.P under Purbasthali-I P.S.
2. **e-Tender Reference No- WBBDR/P-1/099/1202/EO/2023-24, Tender ID: 2023_ZPHD_ 603993_1 to 8** Corrigendum has been floated Construction of (Litchpit, silt Chamber & Tube well platform) at Srirampur G.P under Purbasthali-I P.S.
3. **e-Tender Reference No- WBBDR/P-1/100/1203/EO/2022-23, Tender ID: 2023_ZPHD_ 604331_1 to 19** Corrigendum has been floated Construction of (Litchpit, silt Chamber & Tube well platform) at Nadanghat G.P under Purbasthali-I P.S.
4. **e-Tender Reference No- WBBDR/P-1/101/1204/EO/2023-24, Tender ID: 2023_ZPHD_ 604331_1 to 3** Corrigendum has been floated Construction of (Litchpit, silt Chamber & Tube well platform) at Bogpur G.P under Purbasthali-I P.S.
5. **e-Tender Reference No- WBBDR/P-1/102/1205/EO/2023-24, Tender ID: 2023_ZPHD_ 604302_1 to 3** Corrigendum has been floated Construction of (Litchpit, silt Chamber & Tube well platform) at Dogachia G.P under Purbasthali-I P.S.
6. **e-Tender Reference No- WBBDR/P-1/103/1206/EO/2023-24, Tender ID: 2023_ZPHD_ 604547_1 to 9** Corrigendum has been floated Construction of (Litchpit, silt Chamber & Tube well platform) at Dogachia G.P under Purbasthali-I P.S.
7. **Tender Reference No- P-1/097/1090/EO/2023-24,** Corrigendum has been floated Construction of (Litchpit, silt Chamber & Tube well platform) at Bogpur (3nos.) Nasratpur (3nos.) and G.P under Purbasthali-I P.S.

Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman.

Notice Inviting e-Tender

NIT No.- Chakdignagar-12/2023-24 dated 09.11.2023 (Sl. No. 1 & 2) SBM & 15th FC Tied Fund. Memo No. 529/Chak dated 09.11.2023. Information to bidders: Date of NIT Publishing **10.11.2023 at 2 pm.** Date of Document Download: **10.11.2023 at 2 pm.** Last Date of Submission of Bid: **18.11.2023 upto 2 pm.** Date of Opening Technical Bid: **21.11.2023 on or after 1 p.m.** Date of Opening Financial Bid: Will be declared after evaluation of Technical Bids. For details you are asked to communicate with Chakdignagar Gram Panchayat Office during office hours.

Sd/- Krishna Das, Prodhan
Chakdignagar Gram Panchayat, Kalirhat, Nadia

Notice Inviting e-Tender

NIT No.- Chakdignagar-13/2023-24 dated 09.11.2023 (Sl. No. 1 & 2) 15th FC Tied Fund. Memo No. 530/Chak dated 09.11.2023. Information to bidders: Date of NIT Publishing : **10.11.2023 at 2 pm.** Date of Document Download: **10.11.2023 at 2 pm.** Last Date of Submission of Bid: **25.11.2023 upto 2 pm.** Date of Opening Technical Bid: **28.11.2023 on or after 1 p.m.** Date of Opening Financial Bid: Will be declared after evaluation of Technical Bids. For details you are asked to communicate with Chakdignagar Gram Panchayat Office during office hours.

Sd/- Krishna Das, Prodhan
Chakdignagar Gram Panchayat, Kalirhat, Nadia

e-TENDER NOTICE

e-TENDERS are invited by the Prodhan Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas. Tender Notice **No: CHOW-II/637, 638 & 639/23. Dated: 08/11/2023. Tender ID: 2023_ZPHD_ 602337_1 to 3. 2023_ZPHD_ 602008_1 to 4. 2023_ZPHD_ 602057_1.** Bid submission closing date: **18/11/2023.** Technical Bid open: **21/11/2023 at 11 AM.** Details on: **https://wbtenders.gov.in** or contact to the G.P Office.

Sd/-Prodhan
Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No. : UKM/021(e)/2023-24(2nd Call)dt.11.11.2023
1.Electrical and Mechanical installation for deep tube well pumping station at T.N. Mukherjee road off shoot near Kundan Singh House in ward no. 21. **2.**Electrical and Mechanical installation for deep tube well pumping station at Duttapara Lane near Durga Bari in ward no.13.**3.**Electrical and Mechanical installation for deep tube well pumping station at Rabindranagar near Late Ranjit Gayen House in ward no. 06. **4.**Electrical and Mechanical installation for deep tube well pumping station at Kotrung Trenching Ground in ward no. 03. Bid Submission Closing Date – **25.11.2023**.For Details: - **wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman,
U.K. Municipality

Office Of The Block Development Officer And SABANG PANCHAYAT SAMITY
Sabang :: Paschim Medinipur

Tender Notice

On and behalf of Sabang Development Block, the undersigned invites e-tender for the works of the following NIT under mentioned schedule from bonafide and resourceful outside contractors. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Tender ID	Amount put to tender (Rs)	EMD Free (Rs)	Tender documents Rs.
2023_ZPHD_603850_1	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_603850_2	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_603850_3	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_603850_4	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_603850_5	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_603850_6	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_603850_7	299867.00	5997.00	500.00
2023_ZPHD_603850_8	299867.00	5997.00	500.00
2023_ZPHD_604205_1	349361.00	6987.00	500.00
2023_ZPHD_604205_2	349361.00	6987.00	500.00
2023_ZPHD_604205_3	349361.00	6987.00	500.00
2023_ZPHD_604205_4	349361.00	6987.00	500.00
2023_ZPHD_604205_5	349361.00	6987.00	500.00
2023_ZPHD_604205_6	349012.00	6980.00	500.00
2023_ZPHD_604205_7	349361.00	6987.00	500.00
2023_ZPHD_604205_8	349012.00	6980.00	500.00
2023_ZPHD_604631_1	349361.00	6987.00	500.00
2023_ZPHD_604631_2	349361.00	6987.00	500.00
2023_ZPHD_604631_3	349361.00	6987.00	500.00
2023_ZPHD_604631_4	349699.00	6994.00	500.00
2023_ZPHD_604631_5	349699.00	6994.00	500.00
2023_ZPHD_604631_6	347936.00	6959.00	500.00
2023_ZPHD_604631_7	349361.00	6987.00	500.00
2023_ZPHD_604631_8	349361.00	6987.00	500.00
2023_ZPHD_604706_1	348368.00	6967.00	500.00
2023_ZPHD_604706_2	349361.00	6987.00	500.00
2023_ZPHD_604706_3	349361.00	6987.00	500.00
2023_ZPHD_604706_4	349361.00	6987.00	500.00
2023_ZPHD_604706_5	298032.00	5961.00	400.00
2023_ZPHD_604739_1	1623086.00	32462.00	2500.00
2023_ZPHD_604739_2	5108706.00	102174.00	6000.00
2023_ZPHD_604739_3	2111997.00	42240.00	3000.00

Sd/- Executive Officer,
Sabang Panchayat Samity

পাকিস্তানকে ৯৩ রানে হারিয়ে সান্ত্বনার জয় ইংল্যান্ডবাহিনীর

রাজেশ ঠাকুর

ম্যাচটা শেষ হয়েছে পাকিস্তান ইনিংসের ৪৪তম ওভারে, ক্রিস ওকসের বলে হারিস রউফের আউটে।

তবে বাবর আজমদের জন্য ম্যাচের সমাপ্তিটা হয়ে গেছে ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের শুরুর দিকেই। সেমিফাইনালে উঠতে হলে ইংল্যান্ডকে ১০০ রানে অলআউট করে পাকিস্তানকে তিন ওভারের মধ্যে জিততে হতো। কিন্তু টসে জেতা ইংলিশরা পুরো পঞ্চাশ ওভার ব্যাট করে তুলে ফেলে ৯ উইকেটে ৩৩৭ রান। যার পেছনে ছুটতে গিয়ে বাবরদের ইনিংস থেমে যায় ২৪৪ রানে। পাকিস্তানকে ৯৩ রানে হারিয়ে জয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শেষ করেছে ইংল্যান্ড। এই জয়ে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলা নিশ্চিত হয়েছে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের।

প্রথম আট ম্যাচের ছয়টিতে হারায় কলকাতা ইডেন গার্ডেনের ম্যাচটিতে ইংল্যান্ডের খুব বেশি কিছু পাওয়ার ছিল না। তবে পাকিস্তানের সেমিফাইনালে ওঠার ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল। চারে থাকা নিউজিল্যান্ডকে টপকে যেতে দুটি পথ ছিল বাবরদের সামনে। আগে ব্যাট করলে ইংল্যান্ডকে প্রায় ৩০০ রানে হারানো, আর পরে ব্যাট করলে ইংল্যান্ডকে এক শর ভেতরে বেঁধে রেখে ৩ ওভারের ভেতর তাড়া করা। দুটির মধ্যে আগে ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে বড় একটা সংগ্রহ গড়াই তুলনামূলক কম কঠিন ছিল। তবে সেই 'কম কঠিন' পথে হাঁটার জন্য টস-ভাগ্যই পাশে পাননি পাকিস্তান অধিনায়ক। টসে জিতে ইংল্যান্ড অধিনায়কই ব্যাটিং বেছে নেন।

পাকিস্তানের সেমিফাইনালের আশা বাস্তবিকভাবে শেষ হয় ইংল্যান্ডের রান এক শ পেরিয়ে গেলে। কারণ ওই রান তাড়া করার জন্য যে পরিমাণ বল পাওয়া যাচ্ছিল, তাতে চার-ছয় মেরেও জেতার সুযোগ নেই। ইংল্যান্ড ৩৩৭ রান তুলে ফেলার পর সমীকরণটা দাঁড়ায় এ রকম; পাকিস্তানকে ৬.৪ ওভার বা ৪০ বলের মধ্যে জিততে হবে। সব বলে ছয় মারলেও তিন শ পার হবে না। তবু ওয়াইড, নো-সহ নানা ফাঁকফোকরে বাড়তি রান ওঠা সম্ভব বলে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পাকিস্তান আউট' বলা যাচ্ছিল না। ওই কয়েক বলের মধ্যে পাকিস্তান ২ উইকেট ৩০ তুললে আনুষ্ঠানিকভাবে লিগ পর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হয় পাকিস্তানের।

ম্যাচের পরের অংশটুকু ছিল ইংল্যান্ডের জয় নিশ্চিতের। যেখানে তৃতীয় উইকেটে বাবর-রিজওয়ানের ৫০ রানের জুটিই যা কিছুটা প্রতিরোধ গড়েছে। বাবরকে গাস অ্যাটকিনসন আর রিজওয়ানকে মঈন আলী তুলে নিলে পাকিস্তানের জয়ের আশাও মিলিয়ে যেতে শুরু করে।

এর আগে ইংল্যান্ডের ইনিংসেও বড় জুটি ছিল তৃতীয় উইকেটে। জো রুটের সঙ্গে বেন স্টোকসের জুটিটি থেকে ইংল্যান্ড পায় ১৩২ রান। ১০ রানে শাহিন আফ্রিদির বলে তাঁর হাতে ক্যাচ দিয়ে বেঁচে যাওয়া স্টোকস খেলেন ৭৬ বলে ৮৪ রানের ইনিংস। রুট করেন ৭২ বলে ৬০ রান। ইংল্যান্ডের ইনিংসের অন্য অর্ধশতকটি ওপেনার জনি বেয়ারস্টোর (৬১ বলে ৫৯)।

পাকিস্তানের হয়ে ৬৪ রানে ৩ উইকেট নেন রউফ।

রোহিত শর্মার জন্যই প্রতিটা ম্যাচের শুরুতে কব্জা করে নিচ্ছে ভারত, মনে করেন রাহুল দ্রাবিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি বিশ্বকাপে আটটি ম্যাচের মধ্যে আটটিতেই জিতেছে ভারত। শুধু জেতা নয়, প্রতিটি ম্যাচে দাপট দেখিয়ে জিতেছে তারা। এই জয়ের নেপথ্যে বেশ কয়েক জন রয়েছেন। ব্যাট হাতে বিরাট কোহলি থেকে শুরু করে বল হাতে মহম্মদ শামি ও যশপ্রীত বুমরা। কিন্তু বিশেষ এক জনের নাম বলেছেন রাহুল দ্রাবিড়। ভারতীয় দলের কোচের মতে, রোহিত শর্মার জন্যই প্রতিটা ম্যাচের শুরুতে কব্জা করে নিচ্ছে ভারত।

রাউন্ড রবিন লিগের শেষ ম্যাচে বেঙ্গালুরুতে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। তার আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে দ্রাবিড় বলেন, ''রোহিত এক জন ভাল নেতা। এতে কোনও সন্দেহ নেই। মাঠে সামনে থেকে ও নেতৃত্ব দেয়। শুধু অধিনায়ক হিসাবে নয়, ব্যাটার হিসাবেও প্রতিটা ম্যাচে রোহিত খ ুব ভাল শুরু করছে। তাতে আমাদের কাজটা অনেক সহজ হচ্ছে। খেলার শুরুতেই কব্জা করে ফেলছি আমরা। কঠিন পিচেও রোহিত যে ভাবে ব্যাট করছে তা এক কথায় অসাধারণ।''

অধিনায়ক হিসাবে এর আগে আইসিসি প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারেননি রোহিত। কিন্তু এ বার তাঁর অধিনায়কত্বেরও প্রশংসা হচ্ছে। কোথায় রোহিত বাকিদের থেকে এগিয়ে সেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন দ্রাবিড়। ভারতীয় কোচ বলেন, ''অনেক দিন ধরেই রোহিত খুব ভাল অধিনায়কত্ব করছে। ও এমন এক জন অধিনায়ক যে কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদের সম্মান করে। দলের বাকিরাও ওকে সেই সম্মান দেয়। রোহিতের পরিকল্পনা পরিষ্কার থাকে। ম্যাচের মধ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনায় বদল করতে পারে। সেই কারণেই বাকিদের থেকে ও এতটা সফল।''

চলতি বিশ্বকাপে আটটি ম্যাচে ৪৪২ রান করেছেন রোহিত। রানের তালিকায় ভারতীয়দের মধ্যে বিরাটের পরেই রয়েছেন তিনি। ১০০-র উপর স্ট্রাইক রেটে রান করছেন তিনি। রোহিত জানিয়েছেন, এ বারের বিশ্বকাপে শুরু থেকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা নিয়েই নেমেছেন তিনি। নিজের স্বাভাবিক খেলাটা খেলার চেষ্টা করছেন। আর তাতেই সফল হচ্ছেন ভারত অধিনায়ক।

ব্যালন ডি'অর উঁচিয়ে মেসি বললেন, 'আরও শিরোপা জিতব'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইন্টার মায়ামির খেলোয়াড় হিসেবে এবার ব্যালন ডি'অর জিতেছেন লিওনেল মেসি। মায়ামি সমর্থকদের জন্য এ যেন দুর্দান্ত এক মুহূর্ত। আজ মায়ামির মাঠ ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে নিউইয়র্ক সিটি এফসির বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের আগে ভক্ত-সমর্থকদের সামনে নিজের অষ্টম ব্যালন ডি'অর ট্রফিটি উপস্থাপন করেন মেসি। আর মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতে স্টেডিয়ামের গ্যালারি ছিল লোকে লোকারণ্য।

মায়ামির এক্স অ্যাকাউন্টে প্রকাশ করা একাধিক ভিডিও দেখে বোঝা যাচ্ছিল মাঠে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। এর মধ্যেই একসময় ব্যালন ডি'অর হাতে প্রবেশ করেন মেসি। আর্জেন্টাইন মহাতারকা যখন মাঠে ঢুকছিলেন, তখন গোটা গ্যালারি যেন করতালি ও হর্ষধ্বনিতে কেঁপে উঠছিল। এ সময় উপস্থিত সবাই মুঠোফোনের বাতি জ্বালিয়েও দারুণ এক আবহও তৈরি করে। মাঠের নির্দিষ্ট স্থানে এসে উপস্থিত কর্মকর্তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের উদ্দেশে ব্যালন ডি'অর উঁচিয়ে ধরেন মেসি। এরপর মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে ব্যক্ত করেন নিজের অনুভূতিও। বলেছেন, মায়ামির হয়ে আরও শিরোপা জেতার আকাঙ্ক্ষার কথাও।

মেসির ব্যালন ডি'অর জয়ের উপলক্ষকে রাঙাতে আগত দর্শকদের উদ্দেশে মেসি বলেছেন, 'প্রথমত আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই এখানে আসার জন্য এবং দারুণ এ আয়োজন করার জন্য। আমার জন্য আপনাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করার জন্য এটা দারুণ কিছু।'

এ সময় মায়ামিতে আসার পর যে ভালোবাসা পেয়েছেন, তা,ও স্মরণ করেছেন মেসি, 'আমি এখ ানে এসেছি অল্প কদিন হলো, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমি অনেক দিন ধরেই এখানেই আছি। আমি মায়ামির সব মানুষকে ধন্যবাদ দিতে চাই। আপনারা আমার ও আমার পরিবারের সঙ্গে যে আচরণ করেছেন, সেটা দারুণ। আপনারা আমাদের অনেক ভালোবাসা দেখি য়েছেন। আপনারাই আমাকে এই অনুভূতি দিয়েছেন যে এটা আমার ঘর।'

মেসির হাত ধরেই নিজেদের ইতিহাসের প্রথম শিরোপা জিতেছে মায়ামি। মেসি দলটিকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে জিতিয়েছেন লিগস কাপের ট্রফি। এরপর ইউএস ওপেন কাপের ফাইনালেও নিয়ে গিয়েছিলেন দলকে। তবে এ প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় মেসিকে। তবে এটুকুতেই থামতে চান না আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো এই তারকা। সামনের দিনগুলোতে আরও শিরোপা জেতার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন মেসি।

মেসি বলেন, 'আমরা খুব অল্প সময় ধরে একসঙ্গে আছি এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু অর্জন করেছি। দলের জন্য শিরোপা জিতেছি। যেটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি যে এখ ানে উপভোগ করব, সেটা নিয়ে আমার মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। আর এখন আমার সন্দেহ নেই যে আমরা সামনের বছর আরও ভালো করব। আমরা অনেক উপভোগ করব এবং আরও শিরোপা জিতব। আমি আশা করি, আপনারা আমাদের সমর্থন দিয়ে যাবেন, যেমনটা আমি এখানে আসার পর থেকে দিয়ে যাচ্ছেন। আগামী বছর আমরা গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে একসঙ্গে লড়াই করব।'

মেসির ব্যালন ডি'অর উদ্‌যাপনের রাতটা অবশ্য জয় দিয়ে রাঙাতে পারেনি মায়ামি। নিউইয়র্ক এফসির কাছে তারা হেরে গেছে ২-১ গোলে। ম্যাচের শুরুতেই দুই গোল হজম করে বসে মায়ামি। পরে মায়ামির হয়ে এক গোল শোধ করেছেন রবি রবিনসন। ম্যাচে ফ্রি কিক থেকে গোল করার সুযোগ ছিল মেসির। যদিও সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি তিনি।

২৩ ফেব্রুয়ারি শুরু মেয়েদের আইপিএল

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক দিনের বিশ্বকাপ নিয়ে মেতে রয়েছেন সারা বিশ্বের ক্রিকেটপ্রেমীরা। বিশ্বকাপের পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ঘরোয়া প্রতিযোগিতাগুলিও আয়োজন করছে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী। আগামী প্রতিযোগিতাগুলি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজও থেমে নেই।

নতুন আইপিএল শুরুর দিন জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নতুন আইপিএল অর্থাৎ মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগ শুরুর দিন ঘোষণা হল বিশ্বকাপের মাঝে। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মন্ধানাদের ২০ ওভারের ক্রিকেটের প্রতিযোগিতা। এ বারের প্রতিযোগিতা হবে আইপিএলের ধাঁচে। হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে লিগ পর্বে খেলবেন হরমনপ্রীত, মন্ধানারা। যদিও কিছুটা পার্থক্য থাকছে।

চূড়ান্ত সূচি এখনও প্রকাশ করেনি বিসিসিআই। হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে হলেও খেলাগুলি হবে আসলে দু'টি শহরে। বেঙ্গালুরু এবং মুম্বইয়ে হবে ২০২৪ সালের প্রতিযোগিতাগুলির সব ম্যাচ। প্রথম শহরে সব দলগুলি কিছু ম্যাচ খেলার পর দ্বিতীয় শহরে বাকি ম্যাচগুলি খে লবে। নতুন ক্রিকেটার নিতে পারবে পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। আগামী ডিসেম্বরে হবে নিলাম।

প্রথম বছর প্রতিযোগিতার সব ম্যাচ হয়েছিল মুম্বইয়ে। গত ৪ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ হয়েছিল মহিলাদের প্রথম প্রিমিয়ার লিগ। প্রথম বার দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

নিরাপত্তা নিয়ে আপত্তি খারিজ

পাকিস্তানে খেলতে যেতে হবে ভারতকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানে দল পাঠানোর ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে ভারতের। বিশেষ করে মুম্বই হামলার পর থেকে ক্রিকেট বা হকি দলকে পাঠানো হয় না সীমান্তের ওপারে। দু'দেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের আঁচ পড়েছে খেলার মাঠেও। আপত্তির মূল কারণ হিসাবে তুলে ধরা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে। তবে ভারতের টেনিস দলকে হয়তো এ বার পাঠাতেই হবে পাকিস্তানে।

ডেভিস কাপ টাই খেলতে ভারতীয় দলকে নাকি পাকিস্তানে যেতেই হবে। এমনই দাবি পাকিস্তান টেনিস ফেডারেশনের (পিটিএফ)। পিটিএফ কর্তাদের দাবি, সূচি অনুযায়ী এ বার ভারতীয় দলকে খে লতে হবে পাকিস্তানের মাটিতে। আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশন (আইটিএফ) নাকি পাকিস্তানের পক্ষেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পিটিএফের এক কর্তা বলেছেন, ''আইটিএফ আমাদের জানিয়েছে, টাই আয়োজনের অধিকার পাকিস্তানেরই। নিরাপত্তা নিয়ে ভারতের আপত্তি খারিজ করে দিয়েছে আইটিএফ।''

ডেভিস কাপে এশিয়া অঞ্চলের গ্রুপ ওয়ানের টাইয়ে এ বার মুখোমুখি ভারত এবং পাকিস্তান। আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দু'দেশের টাই হওয়ার কথা। পাকিস্তানে ইউকি ভাম্বরি, সুমিত নাগালদের পাঠাতে রাজি নয় সর্বভারতীয় টেনিস ফেডারেশন (এআইটিএ)। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে আইটিএফের কাছে পাকিস্তান সফর নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন ভারতের টেনিস কর্তারা। সূত্রের খবর, ভারতের সেই আপত্তি খারিজ হয়ে গিয়েছে। ডেভিস কাপ টাই পাকিস্তান থেকে সরাতে নারাজ আইটিএফ। পাক কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে আইটিএফ কর্তারা খুশি।

নিয়ম অনুযায়ী ডেভিস কাপের টাইগুলি খেলা হয় হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে। অর্থাৎ, ভারত-পাকিস্তান টাইয়ের ক্ষেত্রে এক বার ভারতের মাটিতে এবং এক বার পাকিস্তানের মাটিতে খেলা হবে। সেই অনুযায়ী আগামী ফেব্রুয়ারির টাই হওয়ার কথা পাকিস্তানে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে যদি ভারত দল না পাঠায়, তা হলে ডেভিস কাপে সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নিয়ে 'মায়াকান্না'র কড়া জবাব দিলেন হোল্ডিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ শুরুর আগে থেকেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ঘিরে শোনা যাচ্ছিল শোকের কান্না। প্রথম দুই বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দল না থাকায় এবারের আসরের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যাওয়ার কথাও বলেছেন অনেকে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার মাইকেল হোল্ডিংও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপে না খে লা নিয়ে হতাশায় পুড়ছেন। দুই বছর আগে ধারাভাষ্যকে বিদায় বলে দেওয়া হোল্ডিং হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'এটা বেদনাদায়ক যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপে নেই। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলজুড়ে অনুভূতিটা এমনই।'

তবে শোকে আচ্ছন্ন হওয়ার পাশাপাশি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের এমন দুরবস্থার জন্য আইসিসির দিকেও আঙুল তুলেছেন হোল্ডিং। দায়ী করেছেন, টি,টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজির উত্থানকেও।

পরিবর্তনশীল ক্রিকেট অর্থনীতি থেকে যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছে, তা সমাধানে আইসিসি কোনো উদ্যোগ নেয়নি বলেও মনে করছেন হোল্ডিং। তিনি বলেছেন, 'যেহেতু ওয়েস্ট ইন্ডিজ লম্বা সময় ধরে সফল, তাই আমাদের এ অবস্থায় দেখে তারা খ ুশি।'

এ সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে ঘিরে তৈরি হওয়া হতাশাকে এড়িয়ে ভিন্ন জায়গাতেই যেন আলো ফেলতে চাইলেন হোল্ডিং। বিশেষ করে আইসিসির নতুন অর্থনৈতিক মডেলের কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও ধারণা হোল্ডিংয়ের।

এই নীতিতে অর্থনৈতিকভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে ক্ষতির শিকার হয়েছে, সেখানে বাকি ছোট দলগুলোর ভবিষ্যৎও লুকিয়ে আছে বলে মনে করেন হোল্ডিং। তাঁর মতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম বড় ধাক্কা খেয়েছে ক্রিকেট বোর্ডগুলোর মধ্যে আইসিসি অর্থনৈতিক মডেল পুনর্বিন্যাস করার পর।

আইসিসির প্রথম মিডিয়াস্বত্ব (২০০০ সালে ৫৫০ মিলিয়ন ডলার) চুক্তি হওয়ার আগের বছরগুলোতে ক্রিকেট বোর্ডগুলো নিজেদের মধ্যে ম্যাচ ও সংস্করণ অনুযায়ী সফরকারী দলগুলোকে দেওয়া ফি নিয়ে দর,কষাকষি করত। সে সময় ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় সফরকালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশেষ গুরুত্ব পেত। হোল্ডিংয়ের মতে, '(ওয়েস্ট ইন্ডিজ) ছিল মূল্যবান দল। যারা দর্শকদের জন্য, টিভি সম্প্রচার এবং পৃষ্ঠপোষকদের জন্য আকর্ষণীয় একটি দল ছিল।'

তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিপরীতে একই রকম ফি দিতে পারত না। হোল্ডিং বলেন, 'এর কারণ তারা টিভি দর্শক, গ্যালারির দর্শক কিংবা পৃষ্ঠপোষক পেত না।' কিন্তু এরপরও তাদের ক্রিকেটের মানের কারণে দলটিকে নিয়ে চাহিদা থাকত বলে মত হোল্ডিংয়ের।

আইসিসির প্রথম মিডিয়াস্বত্ব (২০০০ সালে ৫৫০ মিলিয়ন ডলার) চুক্তি হওয়ার আগের বছরগুলোতে ক্রিকেট বোর্ডগুলো নিজেদের মধ্যে ম্যাচ ও সংস্করণ অনুযায়ী সফরকারী দলগুলোকে দেওয়া ফি নিয়ে দর,কষাকষি করত। সে সময় ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় সফরকালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশেষ গুরুত্ব পেত। হোল্ডিংয়ের মতে, '(ওয়েস্ট ইন্ডিজ) ছিল মূল্যবান দল। যারা দর্শকদের জন্য, টিভি সম্প্রচার এবং পৃষ্ঠপোষকদের জন্য আকর্ষণীয় একটি দল ছিল।'

তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিপরীতে একই রকম ফি দিতে পারত না। হোল্ডিং বলেন, 'এর কারণ তারা টিভি দর্শক, গ্যালারির দর্শক কিংবা পৃষ্ঠপোষক পেত না।' কিন্তু এরপরও তাদের ক্রিকেটের মানের কারণে দলটিকে নিয়ে চাহিদা থাকত বলে মত হোল্ডিংয়ের।

এরপর দ্বিতীয় ধাক্কা হিসেবে হোল্ডিং বলেছেন বিশ্বজুড়ে টি, টেয়েন্টি ফ্রাঞ্চাইজি ঘিরে তৈরি হওয়া রমরমা বাণিজ্যের কথা। যদিও এজন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের খে লোয়াড়দের দায় দেননি তিনি। হোল্ডিং বলেছেন, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ডের কোনো অর্থ ছিল না। অন্য বোর্ডের মতো তারকা খে লোয়াড়দের টাকা দিতে পারছিল না। আমি হলেও তাদের মতোই করতাম।' এদিকে ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আলাদা আলাদা দেশ হিসেবে খেলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যা কি না হোল্ডিংয়ের কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে। তিনি বলেছেন, 'এই ধরনের ভাবনা মনের কাছাকাছি আনাও হাস্যকর। এর অর্থ হচ্ছে টেস্ট ক্রিকেট তাৎক্ষণিকভাবে শেষ হয়ে যাবে।'

এভাবে কোনো দ্বীপরাষ্ট্র টেস্ট দল দাঁড় করাতে পারবে না বলে মনে করেন হোল্ডিং। তাই দল ভাঙলে টেস্ট ক্রিকেট ভুলে যেতে বলেছেন এই কিংবদন্তি। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টিকিয়ে রাখতে হলে এই অঞ্চলের ক্রিকেটকে এক সত্তা হিসেবে টিকে থাকতে হবে বলে মনে করেন হোল্ডিং।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটকে ঘিরে তৈরি হওয়া সংকটের জন্য আইসিসিকে দায়ী করে হোল্ডিং বলেছেন, 'আপনারা অনেক কথা শুনবেন। অনেকেই শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজের কথা বলছে। কিন্তু তারা (আইসিসি) পরিস্থিতি বদলানোর জন্য কী করছে? শুধু কথা বলে কিছু হয় না।'

আইসিসির রাজস্ব ভাগের পদ্ধতিতে শুধু তথাকথিত বিগ থ্রি (বিসিসিআই, ইসিবি এবং সিএ) লাভবান হচ্ছে বলে মন্তব্য করে হোল্ডিং আরও বলেছেন, 'ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে এবং গরিব আরও গরিব হচ্ছে, এটা এভাবেই এগোতে থাকবে। কারণ, ধনীরা লোভী আর এমন কেউ নেই, যারা তাদের আটকাতে পারে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**